দাজ্জাল

দাজ্জালে

ডঃ ইয়োর্ক, নস্ট্রাডমাস, সামার ভিয়েন মার্শাল প্রমুখ ছিল উল্লেখযোগ্য। এদের ফিতনা ছিল ভয়াবহ। এরা সবাই নিজেদেরকে নবী দাবী করত। শেষ নবী মুহম্মদ (সাঃ) – এর উম্মতকে ফিতনায় ফেলার জন্য জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করত। মুমিন বান্দাদের ঈমান হরণ করত। ইতিহাস এদেরকে ঘৃণাভরে স্মরণ রাখবে।

এরকম অনেক ফিতনা গত হয়ে গেছে, অনেক ফিতনা অপেক্ষা করছে। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এই উম্মত ফিতনার সম্মুখীন হতে থাকবে। মানবজাতির ইতিহাসে সবচাইতে ভয়াবহ ফিতনা এখনও আসেনি। কেননা, বাকী সবাই নিজেকে নবী দাবী করলেও, এই উম্মতের সামনে এই প্রথম কেউ একজন নিজেকে 'প্রভু' দাবী করবে। সে একজন মিথ্যুক, প্রতারক, ধোঁকাবাজ। যার ব্যাপারে প্রত্যেক নবী রাসূল (আঃ) তার উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। তার ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছেন। সে একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। একজন তাগড়া যুবক। তার চোখ দুটি ত্রুটিযুক্ত। তার প্রশস্থ ললাটে আরবীতে "কাফির' লেখা থাকবে। তার থাকবে পেশিবহুল দানবীয় শরীর। বেঁটে প্রকৃতির। ঘাড়টা খানিক কুঁজো। সামনের দিকে ঝুঁকে হেঁটে চলবে। গায়ের রং লালচে। মাথার চুল কোঁকড়ানো থাকবে, দেখে মনে হবে তা যেন কতগুলো গাছের ডাল। ভয়ংকর এই ফিতনার নাম মাসীহ-আদ-দাজ্জাল।

উম্মতের প্রয়োজনে, সময়ের প্রয়োজনে, উম্মতকে সতর্ক করতে, উম্মতের কাছে সত্য ও সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে, এই ভয়াবহ ফিতনা মোকাবেলায় উম্মতের করণীয় কী তা ব্যক্ত করতে - আমাদের এবারের আয়োজন বই, "দাজ্জাল।" ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

এই বইটিতে গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে দাজ্জালের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাগুলো বর্তমান যুগের সাথে মিলিয়ে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। দাজ্জাল সম্পর্কে ভাসা ভাসা বিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাস, রূপক বিশ্বাস এবং দাজ্জাল অস্বীকারকারীদেরকে রদ্দ করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই বইটি অধ্যয়ন করলে উম্মত দাজ্জাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবে। যাবতীয় অস্পষ্টতা, ঘোলাটে বিশ্বাস, রূপক বিশ্বাস, না-বিশ্বাস দূরীভূত হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ!

কোন সহৃদয় পাঠক, বইটিতে দ্বীন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় খুঁজে পেলে অবশ্যই উম্মাহর স্বার্থে সম্পাদক অথবা প্রকাশনীকে জানিয়ে দিবেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের এই খেদমতকে কবুল করুন, অজানা, জানা এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলিকে ক্ষমা করুন। আমিন।

—আযান প্রকাশনী

তথ্যসূত্র:

১। সুরা আনকাবুত, আয়াতঃ ০২
২। সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৫৫

স্কলারের অভিমত

দাজ্জাল। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফিতনা। সমস্ত নবিরা উম্মতকে সতর্ক করেছেন তার ব্যাপারে। আমাদের নবিজির আলোচনায়ও প্রায়ই প্রসঙ্গ থাকতো দাজ্জাল। সাহাবাদের মাঝেও এ ব্যাপারে ছিল খুব সতর্কতা। সালাফদের যুগেও ছিল যথেষ্ট আলোচনা।

কিন্তু দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের খুব নিকটবর্তী একটা সময়ে এসেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা একেবারে ছিলই না বলা চলে। আলহামদুলিল্লাহ, ইদানীং আবার সে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছে দাজ্জাল ও তার ভয়ঙ্করসব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে।

এরপরও সাধারণের মাঝে দাজ্জালের ব্যাপারে রয়েছে নানান সংশয়-সন্দেহ। কারও ধারণা, দাজ্জাল হবে কোনো দৈত্য-দানব। কারও ধারণা, দাজ্জাল কোনো 'সভ্যতা'। আসলেই কি দাজ্জাল কোনো দানব, নাকি কোনো সভ্যতা? কোথায় আছে সে? কবে আসবে? তার মোকাবেলায় কী করা উচিত আমাদের?

দাজ্জাল সম্পর্কে এছাড়াও আরও বহু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফ আসসালিহিনের মতামত ও বর্তমান বাস্তবতার আলোকে চমৎকার এই বইটি লিখেছেন মুহতারাম রাজিব হাসান ভাই। আমি বইটির আদ্যোপান্ত পড়েছি। প্রতিটি হাদিসের যথাসাধ্য তাহকিক করেছি। দুর্বল ও মুনকার রেওয়ায়েত বাদ দিয়েছি। এছাড়াও প্রয়োজনীয় স্থানে সম্পাদনা করেছি, দিকনির্দেশনা দিয়েছি। আল্লাহ আমাদের সমস্ত ত্রুটিযুক্ত আমলগুলো কবুল করে নিন।

- শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু জাকির

দাজ্জাল শব্দের অর্থ

দাজ্জাল শব্দের বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। দাজালাল বাঈর অর্থ হচ্ছে "কাতরান দিয়ে উট রঙ করা"। কাতরান হল কালো রং। আরবের লোকেরা তাদের উটগুলোকে মাঝে মাঝে বিশেষ কোন এক কারণে কালো রং করত। কখনও কখনও রোগবালাই থেকে মুক্তির জন্য কালো রং করত। এই কাতরান উটের গায়ের রং বদলে দিত। উটের গায়ের আসল রং পরিবর্তিত হয়ে যেত। এ ধরণের পরিবর্তন বুঝাতে দাজ্জাল শব্দ ব্যবহৃত হয়। কারণ দাজ্জাল সত্য বলবে না বরং সত্যকে লুকিয়ে রাখবে, গোপন করবে, ঢেকে রাখে। সে সত্যকে বদলে দিয়ে সত্যের জায়গায় মিথ্যা উপস্থাপন করবে।[১]

আদ-দাজ্জাল শব্দের অর্থ ধোঁকাবাজ, প্রতারক। আরবী "দাজালা" শব্দ থেকে দাজ্জাল শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ মিশিয়ে দেওয়া, গোপন করা, ঢেকে ফেলা।[২] সুতরাং দাজ্জাল হল সেই ব্যক্তি যে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়। দাজ্জাল হল সেই ধোঁকাবাজ যে বিভিন্ন রকমের যাদু ও অলৌকিক দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয়।[৩]

ঈমাম কুরতুবী (রহঃ) আরবী আদ-দাজ্জাল শব্দটির দশটি ব্যবহারিক অর্থ খুঁজে পেয়েছেন।[৪] অর্থ দশ রকমের হলেও মূল বিষয়বস্তু এক। আর তা হল সত্য গোপন করে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির মাধ্যমে মানুষকে বোকা বানানো।

যাদুকরেরা যেমন যাদু দেখানোর মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়। ঠিক তেমনি দাজ্জাল মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিবে। বিভিন্ন

অলৌকিক ক্ষমতা বলে মানুষের ঈমান হরণ করবে। মানুষ তার প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে তার দলে যোগ দিবে।

ডেভিড কপারফিল্ড, আমেরিকার এক বিখ্যাত যাদুকর। সে একবার নিজেকে হাওয়ায় উড়িয়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিল। আরেকবার একটা আস্ত প্লেন গায়েব করে দিয়েছিল। মানুষ তার যাদু দেখে বিশ্বাসও করেছিল। অথচ সবই ছিল ধোঁকা, প্রবঞ্চনা। মানুষকে বোকা বানানোর অপকৌশল।

বড় দাজ্জাল আসার আগে দুনিয়াতে এরকম ছোট দাজ্জাল আসতে থাকবে। যারা মানুষকে তাদের যাদু, অপকৌশল, অলৌকিক দক্ষতা দিয়ে ধোঁকা দিবে। মানুষকে বোকা বানাবে। চূড়ান্ত দাজ্জাল আসার আগে এসব ছোট ছোট দাজ্জাল তার গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি স্থাপন করবে। যেন দাজ্জাল আসার সময় মানুষ সহজেই তাকে গ্রহণ করে নেয়। সকল ধোঁকার বড় ধোঁকা হল দাজ্জালের ধোঁকা, সকল ধোঁকাবাজের বড় ধোঁকাবাজ হল মাসীহ-আদ-দাজ্জাল।

> মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন,
>
> وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ
> هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾
>
> **"তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই নিজ সাহায্যে মুমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।"[৫]**

নবীজি (সাঃ) একদিন স্তূপ করে রাখা শস্যের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের ভিতর হাত প্রবেশ করালে আঙুলগুলো ভিজে গেল। স্তূপের মালিককে জিগ্যেস করলেন, ব্যাপার কী? মালিক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে তা ভিজে গিয়েছিল। তখন নবীজি (সাঃ) বললেন, **"তবে তা উপরে রাখলে না কেন, যেন মানুষ তা দেখতে পায়? যে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।"**[৬]

সাহাবা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, অপর এক হাদীসে নবীজি (সাঃ) বলেন, **"ধোঁকাবাজ ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে।"**[৭]

দাজ্জাল মানুষকে সত্য থেকে মিথ্যার দিকে আহবান করবে। সে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে মানুষের মধ্যে কুফরের দাওয়াত দিবে। মানুষের ঈমান নষ্ট করে বেঈমান বানাবে। কখনও মিথ্যা, কখনও ধোঁকা, কখনও অপকৌশল, কখনও অলৌকিক কিছু দেখানোর মাধ্যমে মানুষকে তার দলে নিয়ে নিবে। বলে রাখা ভাল, দাজ্জালকে এই ক্ষমতা মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনই দিবেন।

তথ্যসূত্র

১। লিসানুল আরব - (১১/২৩৬-২৩৭)
২। আন-নিহায়াহ ফী গারিবি, হাদীস (২/১৫২)
৩। তারতিবুল কামুস (২/১৫২)
৪। তাযকিরা, পৃষ্ঠাঃ ৬৫৭
৫। সূরা আনফাল : ৬২
৬। সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০২
৭। বায়হাকি

দাজ্জালকে কেন মাসীহ বলা হয়?

দাজ্জালের পুরো নাম হল আল-মাসিহ আদ-দাজ্জাল। দু'টি শব্দ দিয়ে তার নাম গঠিত হয়েছে। মাসিহ এবং দাজ্জাল। এ দু'টি শব্দের অর্থ কি? "কামুস আল মুহিত" বইয়ের লেখক বলেন মাসিহ শব্দটি ৫০টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।[১] মাসীহ শব্দের কতক অর্থ এমন কিছু - যা মুছে ফেলা হয়েছে। দাজ্জালকে মাসীহ বলার একটি কারণ হল – তার এক চোখ মুছে ফেলা হয়েছে বা তার এক চোখ থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, "দাজ্জাল হবে অন্ধ"।[২]

আল-মাসীহ এর আরেকটি অর্থ হল, যে পুরো দুনিয়ায় 'মাসাহাল' করেছে বা পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করেছে। আল-মাসীহ এর আরেক অর্থ হল 'আল কাযযাব' এবং 'আস-সিদ্দিক'। আশ্চর্যজনকভাবে এই মাসীহ কথাটার দু'টি বিপরীত অর্থবোধক অর্থ রয়েছে। আরবি ভাষায় একই শব্দ অনেক সময় দু'টি সম্পূর্ণ উল্টো বা বিপরীতধর্মী বস্তু বুঝিয়ে থাকে। সিদ্দিক মানে সত্যবাদী আর কাযযাব মানে মিথ্যুক।

জেনে রাখা ভাল, আল্লাহ তা'আলা দুইজন মাসীহ সৃষ্টি করেছেন। একজন আল মাসীহ-আদ-দাজ্জাল, আরেকজন আল মাসীহ-ঈসা-ইবন-মারিয়াম (আঃ)। ঈসা-ইবন মারিইয়াম (আঃ) হলেন সত্যবাদী মাসীহ যিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অন্ধদেরকে ভাল করতেন, কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করে তুলতেন এবং মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আর দাজ্জাল হচ্ছে মিথ্যাবাদী মাসীহ (তার উপরে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) – যে বিভিন্ন ভেল্কি, প্রতারণা, ধোঁকার মাধ্যমে মানবজাতিকে বড় বড় ফিতনায় ফেলবে। সে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাবে, মৃত জমিনে ফসল ফলাবে, মৃতকে জীবিত করবে, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ধোঁকার মাধ্যমে নিজেকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। মহান আল্লাহ দাজ্জালের তান্ডব ও আগ্রাসন থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র

১। তারতিবুল ক্বামুস (৪/২৩৯) ও শারহ মাশরিকুল আনোয়ার গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।
২। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান।

দাজ্জাল কখন আসবে?

মানুষ যখন দাজ্জাল সম্পর্কে ভুলে যাবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। দাজ্জাল ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনা বন্ধ করে দিবে, এমনকি ঈমামগণ মিম্বারে তার আলোচনা পরিত্যাগ করবে।[১] অর্থ্যাৎ মাসজিদের ঈমামগণ দাজ্জাল সম্পর্কে নসিহত দেওয়া বন্ধ করে দিলে দাজ্জালের আগমন ঘটবে। মানুষ যখন গুনাহ'র সাগরে হাবুডুবু খাবে, অবিচার-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার, জ্বিনা-ব্যাভিচার, জাহালাত-শাহায়াত বেড়ে যাবে ঠিক তখন দাজ্জাল আসবে। দাজ্জালের ধোঁকা মেনে নেওয়ার মত পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই দাজ্জাল আসবে। সেদিন অধিকাংশ মানুষের ঈমান হবে কচু পাতার পানি, টোকা দিলেই যেন পড়ে যাবে।

একটি সময় আসবে, যখন মানুষ দুটি তাঁবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি তাঁবু হবে ঈমানের, যেখানে কোন নিফাক (কপটতা/দ্বিমুখীতা) থাকবে না। অপর তাঁবুটি হবে নিফাকের, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। যখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, সেদিন থেকে বা তার পরদিন থেকে দাজ্জালের অপেক্ষা করতে হবে।[২]

দাজ্জাল আসার আগে কয়েকটা চেনা জানা আলামত প্রকাশ পাবে। কূপের পানি নিচে চলে যাবে, নদ-নদীর পানি শুকিয়ে যাবে, তৃণলতা ফিকে হয়ে যাবে, ইরাকের মুযহাজ ও হামদান গোত্র কানসারিন চলে যাবে, এরপর দাজ্জাল কোন এক সকালে বা সন্ধ্যায় আত্মপ্রকাশ করবে।"[৩]

এছাড়া দাজ্জাল আসার আগে পূর্বদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে, যা না গরম, না ঠাণ্ডা। এই বাতাস ইসকান্দারিয়ার মূর্তিগুলোকে গুড়িয়ে দিবে, পশ্চিমা রাজ্যসমূহ ও শামের যয়তুন গাছগুলো উপড়ে ফেলবে, ফুরাত নদী ও কূপ-খালবিল শুকিয়ে ফেলবে এবং তার কারণে মানুষ দিন, মাস ও চাঁদের হিসাব ভুলে যাবে।"[৪]

ইসকান্দারিয়া মানচিত্র

ইদলিব, সিরিয়ার জয়তুন গাছ

ফুরাত নদীর (Euohrates River) মানচিত্র

ক্রমগত শুকাতে থাকা ফুরাত নদী। (স্যাটেলাইট থেকে তোলা)

ফুরাত বা ইউফ্রেটিস নদী তুরস্ক থেকে সিরিয়ার ওপর দিয়ে ইরাকে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য দুই হাজার ৭০০ কিলোমিটার এবং এর ৯০ ভাগ পানির উৎস হল তুরস্কের মুরাত নদী ও কারাসু নদী। তুরস্কের বিরেচিক, সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশ, দেইর আজজুর, মাদায়েন, ইরাকের রামাদি, ফালুজা, নিসিরিয়া, কুফা শহরগুলো মূলত এই ফুরাত নদীর উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাক সরকার এই নদীতে ১২টি ছোট বড় বাঁধ নির্মাণ করে। এ কারণে ১৯৯৯ সালের পরে নদীটির পানি আশংকাজনক হারে কমতে শুরু করেছে। হাদীসে বলা হয়েছে, ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে। বর্তমান অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায়, সে সময়টি খুব বেশি দূরে নয়।
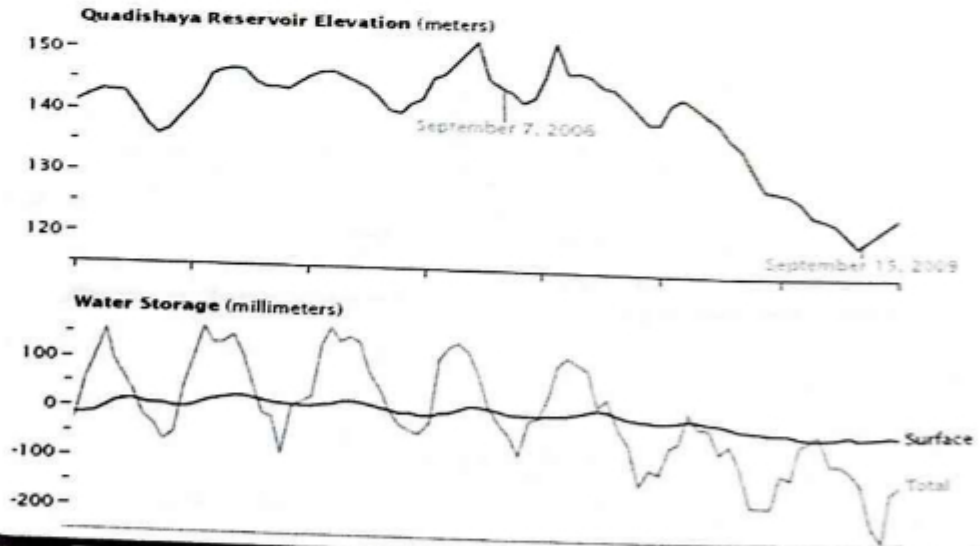
২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কমতে থাকা পানির স্তর। মাত্র ছয় বছরে ১৭ মিলিয়ন একর ফিট (১88 কিউবিক কিলোমিটার) পানি কমে গেছে।

নাসার (NASA) বিস্তারিত প্রতিবেদন:

Freshwater Stores Shrank in Tigris-Euphrates Basin

লিঙ্কঃ https://earthobservatory.nasa.gov/images/80613/freshwater-stores-shrank-in-tigris-euphrates-basin

এছাড়া ১২/০২/২০১৩ এ একটা রিপোর্টে নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, নাসার গবেষকরা এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি লক্ষ্য করছে, গত ১০ বছরে ১১৭ লক্ষ একর ফুট খাদের পানি শুকিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, ক্বিয়ামতের আগে ফুরাত নদী থেকে সোনার পাহাড় বের হবে। তার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে এবং প্রতি একশত জনে নিরানব্বই জন লোক মারা যাবে। যে ক'জন জীবনে রক্ষা পাবে, তারা প্রত্যেকে মনে করবে, বোধ হয় একা আমিই জীবিত আছি।[৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, **"অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত সোনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে। সে সময়ে যে ওখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তার থেকে কিছুই গ্রহণ না করে"**।[৬]
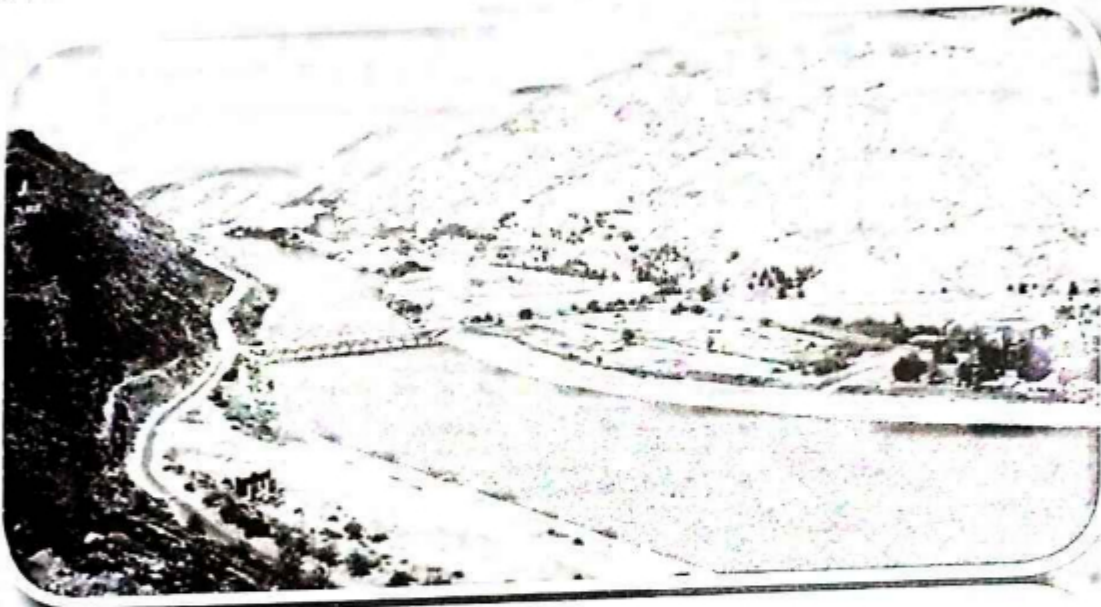
ছবিঃ শুকাতে থাকা ফুরাত নদী

দাজ্জাল আসার আগে ক্বিয়ামতের আগে ছোট ছোট বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পাবে। ক্বিয়ামতের বেশ কিছু ছোট আলামত ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েই গেছে। একটির পর আরেকটি, আরেকটির পর অন্যটি প্রকাশ পেয়েছে। ছোট ছোট এই আলামতগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকাশ পেতে থাকবে। যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল -

১. নবী (সাঃ) - এর নবুয়ত লাভ।

২. নবী (সাঃ) - এর মৃত্যু।

৩. বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়।

৪. ফিলিস্তিনের "আমওয়াস" নামক স্থানে প্লেগ রোগ দেখা দেওয়া।

৫. প্রচুর ধন-সম্পদ হওয়া এবং যাকাত খাওয়ার লোক না-থাকা।

৬. নানারকম গোলযোগ (ফিতনা) সৃষ্টি হওয়া।
যেমন ইসলামের শুরুর দিকে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া, জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধ, খারেজিদের আবির্ভাব, হাররার যুদ্ধ, কুরআন আল্লাহর বাণী নয় বরং একটি সৃষ্টি - এই মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি।

৭. নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারদের আত্মপ্রকাশ। যেমন- মুসাইলামাতুল কাযযাব ও আসওয়াদ আনসি, মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী প্রভৃতি।

৮. হিজাযে আগুন বের হওয়া। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি - (৬৫৪ হিজরী) তে এই আগুন প্রকাশিত হয়েছে। এটা ছিল মহাঅগ্নি। তৎকালীন ও তদ্বপরবর্তী আলেমগণ এই আগুনের বিবরণ দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন ইমাম নববী (রহঃ) লিখেছেন- "আমাদের জামানায় ৬৫৪ হিজরিতে মদিনাতে আগুন বেরিয়েছে। মদিনার পূর্ব পার্শ্বস্থ কংকরময় এলাকাতে প্রকাশিত হওয়া এই আগুন ছিল এক মহাঅগ্নি। সকল সিরিয়াবাসী ও অন্য সকল শহরের মানুষ তাওয়াতুর সংবাদের ভিত্তিতে তা অবহিত হয়েছে। মদিনাবাসীদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যিনি নিজে সে আগুন প্রত্যক্ষ করেছেন।"

৯. আমানতদারিতা না থাকা। আমানতদারিতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার একটা উদাহরণ হল, দায়িত্বহীন লোকের কাঁধে দায়িত্ব প্রদান করা।

১০. ইলম উঠিয়ে নেওয়া ও জাহালাত তথা অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করা। ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে আলেমদের মৃত্যু হওয়ার মাধ্যমে। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে -এর সপক্ষে হাদীস এসেছে।

১১. জ্বিনা-ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া। বিয়ের পরিবর্তে অবাধ প্রেমলীলায় মত্ত হওয়া।

১২. সুদ ছড়িয়ে পড়া। যেমন – ব্যাংক, এনজিও, সমবায় সমিতির সয়লাব হওয়া।

১৩. বাদ্যযন্ত্র ব্যাপকতা পাওয়া। গীটার, কি-বোর্ড, বাশি, ডুগি-তবলা ইত্যাদি।

১৪. মদ্যপান বেড়ে যাওয়া। হুইস্কি, বীয়ার, ফেন্সিডিল, ইয়াবা, গাঁজা।

১৫. বকরির রাখালেরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা।

১৬. কৃতদাসী কর্তৃক স্বীয় মনিবকে প্রসব করা। এই মর্মে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এই হাদিসের অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ইবনে হাজার (রহঃ) যে অর্থটি নির্বাচন করেছেন সেটি হচ্ছে - সন্তানদের মাঝে পিতামাতার অবাধ্যতা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়া। সন্তান তার মায়ের সাথে এমন অবমাননাকর ও অসম্মানজনক আচরণ করা যা একজন মনিব তার দাসীর সাথে করে থাকে।

১৭. মানুষ হত্যা বেড়ে যাওয়া। খুন, হত্যা, গুম ইত্যাদি।

১৮. অধিকহারে ভূমিকম্প হওয়া।

১৯. মানুষের আকৃতি বানর ও শুকরে রূপান্তর, ভূমিধ্বস ও আকাশ থেকে পাথর পতিত হওয়া।

২০. কাপড় পরিহিতা সত্ত্বেও উলঙ্গ নারীদের বহিঃপ্রকাশ ঘটা।

২১. মুমিনের স্বপ্ন সত্য হওয়া।

২২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বেড়ে যাওয়া; সত্য সাক্ষ্য লোপ পাওয়া।

২৩. নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।

২৪. আরব ভূখণ্ড আগের মত তৃণভূমি ও নদনদীতে ভরে যাওয়া।

২৫. একটি স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর উৎস আবিষ্কৃত হওয়া।

২৬. হিংস্র জীবজন্তু ও জড় পদার্থ মানুষের সাথে কথা বলা।

২৭. রোমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়া।

২৮. কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল, তুর্কী) বিজয় হওয়া।[৭]

এই সকল ছোট ছোট আলামতের বেশ কয়েকটি ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, বড় আলামত আসার আগে বাকীগুলিও এসে যাবে ইন শা আল্লাহ্। এরপর শুরু হবে বড় আলামতের পালা।

নবীজি (সাঃ) ইরশাদ করেন,

"ক্বিয়ামতের প্রধান (বড়) আলামতগুলো যেন একটা সুতোয় বাঁধা কতগুলো পুঁতির মত, যখন সুতো কাটা হবে, সবগুলোই পড়ে যাবে" ।(৮)

অর্থাৎ ক্বিয়ামতের প্রধান নির্দশনগুলি একে অপরের খুব কাছাকাছি থাকবে। একটার পর একটা আসতে থাকবে। ঠিক যেন সুতো কাটলে মালা থেকে সবগুলো পুঁতি পড়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) - এর হাদীসগুলি একত্রিত করলে ক্বিয়ামতের সর্বমোট ১০টি বড় আলামত পাওয়া যায়। দাজ্জাল, ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) এর নাযিল হওয়া, ইয়াজুজ-মাজুজ, পূর্বে পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে তিনটি ভূমিধ্বস হওয়া, ধোঁয়া, সূর্যাস্তের স্থান হতে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আরদ, এমন আগুনের বহিঃপ্রকাশ যা মানুষকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। তবে কোনটার আগে আর কোনটা পরে ঘটবে তা সঠিক ক্রমানুসারে এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর একজন সাহাবী যার নাম ছিল হুযাইফা বিন আসিদ গিফারী (রাঃ)। তিনি বলেন, আমরা কথা বলছিলাম এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছ?' আমরা বললাম, 'আমরা কথা বলছি আস-সা'আ নিয়ে'। আস-সা'আ হচ্ছে ক্বিয়ামত বা শেষ সময়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ক্বিয়ামত ততক্ষণ ঘটবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা দশটি আলামত দেখছ। তিনি বললেন –

১। আদ-দুখান বা ধোঁয়া

২। আদ-দাজ্জাল বা মিথ্যা মসীহ

৩। আদ-দাব্বাহ অর্থাৎ বিশেষ একটি জন্তু

৪। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা

৫। ঈসা ইবন মরিয়মের আগমন

৬। ইয়াজুজ এবং মাজুজ

৭। তিনটি ভূমিকম্প যার একটি পূর্বে

৮। একটি পশ্চিমে

৯। শেষেরটি আরবে।

১০। এবং সর্বশেষে, ইয়েমেনে আগুন লাগবে যা মানুষকে মাহশারে যেতে বাধ্য করবে। মাহশার হলো সেই স্থান যেখানে বিচারকার্য সমাধা হবে। (হাশরের ময়দান)।(৯)

এই আলামতগুলি একটার পর একটা প্রকাশ হতে থাকবে। প্রথমটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই পরেরটি প্রকাশ পাবে। এই আলামতগুলির ধারাবাহিকতা কী হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন দলিল পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন দলিলকে একত্রে মিলিয়ে এগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শাইখ উসাইমীন (রহঃ) -কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ক্বিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো কি ধারাবাহিকভাবে আসবে?

জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে কোন কোনটির ধারাবাহিকতা জানা গেছে, আর কোন কোনটির ধারাবাহিকতা জানা যায়নি। ধারাবাহিক আলামতগুলো হচ্ছে- ঈসা ইবনে মারিয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ। প্রথমে দাজ্জালকে পাঠানো হবে। তারপর ঈসা ইবন মরিয়ম এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তারপর ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে।

অতঃপর শায়খ বলেন, তবে এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- ক্বিয়ামতের বড় বড় কিছু আলামত আছে। এগুলোর কোন একটি প্রকাশ পেলে জানা যাবে, ক্বিয়ামত অতি সন্নিকটে। ক্বিয়ামত হচ্ছে- অনেক বড় একটি ঘটনা। এই মহা ঘটনার নিকটবর্তীতা সম্পর্কে মানুষকে আগেভাগে সতর্ক করা প্রয়োজন বিধায় আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের জন্য বেশ কিছু আলামত সৃষ্টি করেছেন।[১০]

কাজেই, ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমন ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। আল্লাহ্‌র ক্বসম! যে সমস্ত মুমিন তখন জীবিত থাকবে তাদের জন্য ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। অথচ দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক মুসলিম তেমন কিছুই জানেনা। দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) তার নিজ নিজ উম্মতকে সাবধান করে গেছেন। আদম, নূহ, ইসমাঈল, ইসহাক, সালেহ, লুত্ব, ইয়াক্বুব, মুসা, ইউশা, ইলিয়াস, ইউনুস, আইয়ুব, দাউদ, ইয়াহইয়া, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) –সকল নবীগণ দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন। অনেক ফিতনা এসেছে, চলে গিয়েছে। অনেক ছোট ছোট ধোঁকাবাজ এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু দাজ্জালের ফিতনা এখনও আসেনি। তার ফিতনা এতটাই বিস্তৃত হবে যে, তার আগমন সম্পর্কে সারাবিশ্ব জানতে পারবে। দাজ্জালের ফিতনা এতটাই ভয়ংকর হবে যে, এরকম ফিতনা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

এই ফিতনা মুসাইলামার ফিতনা নয়, সাজাহর ফিতনা নয়, সাফফের ফিতনা নয়, আবু মানসুর, রাশীদ খলিফা, বাশার এমনকি গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর

ফিতনাও নয়। এই ফিতনা আদ-দাজ্জালের ফিতনা। মানব ইতিহাসের সবচাইতে বড় ফিতনা। এই ফিতনা এসে গেলে অনেক মুসলিমের ঈমান ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে, এমনকি অনেক মুসলিম দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। দাজ্জালের ফিতনা এমনই এক ভয়াবহ ফিতনা যা আদম (আঃ) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এর চাইতে ভয়াবহ ফিতনা আর হবে না।[১১]

প্রিয় নবী (সাঃ)-ও দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "**আদম (আঃ) এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ফিতনাসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কাছে সবচে' বড় ফেতনাটি হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা।**" [১২]

অপর হাদিসে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "**আদম (আঃ) সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে দাজ্জাল অপেক্ষা জঘন্য সৃষ্টি দ্বিতীয়টি আর নেই।**"[১৩]

দাজ্জাল আসার আগে জলবায়ুর এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। আমরা বর্তমানে "ক্লাইমেট চেইঞ্জ" বা "জলবায়ু পরিবর্তন" নিয়ে বেশ চিন্তিত। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলির মধ্যে অন্যতম হলো দাবদাহ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উপকূলীয় এলাকায় বন্যা - যা এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বড় অংশে দাবদাহ ক্রমাগত বাড়ছে। একইভাবে, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ভারী বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বেড়েছে এবং কিছু দিন পরপরই বিশ্বের নানা জায়গায় একই উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে।

১৯৯৬ থেকে ২০১৫ সাল, এই ২০ বছরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে পর্যায়ক্রমে হন্ডুরাস, মিয়ানমার ও হাইতি। চতুর্থ অবস্থানে আছে নিকারাগুয়া, পঞ্চম ফিলিপাইন ও ষষ্ঠ অবস্থানে বাংলাদেশ।[১৪]

তবে ভয়ের কথা হল, দাজ্জাল আসার আগে এরকম এলাকাভিত্তিক জলবায়ুর পরিবর্তন হবেনা। বরং জলবায়ুর বৈশ্বিক পরিবর্তন ঘটবে। সারা পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে খরা ও দুর্ভিক্ষের হাতছানি। দাজ্জাল আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি বৎসর এমন হবে যে, প্রথম বৎসর আকাশ তার এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ভূমি তার এক তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। দ্বিতীয় বৎসর আকাশ তার দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ভূমি তার দুই তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। তৃতীয় বৎসর আকাশ তার পরিপূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। পাশাপাশি ভূমিও তার ফসল উৎপাদন পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দিবে। ফলে সুস্থ ও অসুস্থ সকল গরু ছাগল ও প্রাণীর প্রাণহানি ঘটবে।[১৫]

অতঃপর এরকমই এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন মনুষ্য সমাজে দাজ্জাল আগমন করবে তার ভয়াবহ ফিতনা নিয়ে। যে ফিতনার ভয়াবহতা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) পর্যন্ত ভয় পেয়ে যেতেন। একদিন সকাল বেলা রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের মাঝে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি (সাঃ) তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে ধরলেন। বর্ণনা শুনে উপস্থিত সাহাবাগণ মনে করল, নিকটস্থ খেজুরের বাগানের পাশেই হয়ত দাজ্জাল অবস্থান করছে। রাসূল (সাঃ) তাদের ভীত অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কি হল?" সাহাবাগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেভাবে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে খেজুরের বাগানের ভিতরেই রয়েছে।" নবীজি (সাঃ) বললেন, "দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের উপর আমার আরো ভয় রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমন করে তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করব। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমন করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে হিফাযত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হিফাযতকারী হিসেবে যথেষ্ট।"(১৬)

তথ্যসূত্রঃ

(১) ঈমাম আহমদ (রহঃ) ছেলে আব্দুল্লাহ (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হায়সামি সহিহ বলেছেন
(২) আবু দাউদ ৪/৯৪, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫১৩।
(৩) মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং - ৮৪১৯
(৪) মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৪/৩১৪।
(৫) সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২১৯
(৬) সহিহ বুখারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬০৫; সুনানে তিরমিজি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৯৮
(৭) https://islamqa.info/bn/answers/78329/কয়মতর-ছট-ও-বড়-আলমতসমহ
(৮) মুসনাদে আহমদ ।
(৯) সহিহ মুসলিম
(১০) মাজমুউ ফাতাওয়া, খণ্ড-২, ফতোয়া নং- ১৩৭
(১১) Fitna Of Ad-Dajjal - Shaykh Muhammad Abdul Jabbar, ইউটিউব লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=bFNPAnxcd3g ।
(১২) মুসতাদরাকে হাকিম
(১৩) সহিহ মুসলিম
(১৪) বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, লিংকঃ https://dw.com/bn
(১৫) মুসনাদে আহমদ। হাদীস - ২৭৫৬৮ ও আল মুজামুল কাবীর।
(১৬) তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

দাজ্জাল দেখতে কেমন হবে?

দাজ্জাল একজন মানুষ। আমাদের মতই আদম সন্তান। এই উম্মত যেন সহজেই দাজ্জালকে চিনতে পারে, তার ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারে - সে বিষয়ে হাদিসে বেশকিছু বর্ণনা এসেছে। যাতে করে সে যখন আসবে ঈমানদারেরা সহজেই তাকে চিনতে পারবে এবং তার মরণফাঁদ থেকে নিজেদেরকে হিফাযত করতে পারবে। প্রিয় নবীজি (সাঃ) তার কিছু দৈহিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সে হবে অন্য সবার চাইতে আলাদা। অজ্ঞ আর পোড়া কপাল এই দুই শ্রেণীর লোকেরা ব্যতীত তার ফাঁদে আর কেউ পা দিবে না। মহান আল্লাহ্ তার ফিতনা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমিন।

একদা নবীজি (সাঃ) দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীগণ তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর উম্মাতকে বলেন নাই। তা হল দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন।[১]

এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম দাজ্জাল অন্ধ হবে। অন্ধ তো অনেক মানুষই হয়, তবে দাজ্জাল যেন-তেন অন্ধ নয়। তার ডান চোখ অথবা বাম চোখ অন্ধ বা দোষিত (মামসূহ) থাকবে। তার এক চোখ অন্ধ থাকবে। সেই চোখটি আবার চক্ষুকোটর থেকে বাইরের দিকে ঝুলে থাকবে না আবার একদম ভিতরের দিকে লেপটে থাকবে না। বরং তা দেখে মনে হবে ফুলে থাকা আঙুর।

প্রতীকী ছবি

বস্তুত দাজ্জালের চক্ষু বিষয়ক বর্ণনাগুলোর সামগ্রিক বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জালের এক চোখ সম্পূর্ণ অকেজো ও কোটরগত হবে। আর অপর চক্ষুটি স্ফীত বীজের মত দৃশ্যমান হবে। তার মানে তার উভয় চোখই ক্রটিযুক্ত থাকবে। তার ডান চোখ ক্রটিযুক্ত (মাতমুসাহ) থাকবে এবং একই সাথে নষ্ট (মামসুহ) থাকবে – সে ডান চোখে দেখতে পারবে না। আর বাম চোখের উপরে মাংস ঝুলে থাকার কারণে তা ঢেকে থাকবে, তার এ চোখটিও ক্রটিযুক্ত থাকবে। সুতরাং দাজ্জালের দুই চোখই ক্রটিযুক্ত থাকবে, ডান চোখটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট থাকবে, আর বাম চোখটা দোষযুক্ত থাকবে।[২]

এক নজরে দাজ্জালের শারীরিক গঠনের বর্ণনা -

দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক,
তার শরীরের রং হবে লাল,
বেঁটে ও কুঁজো হবে,[৩]
মাথার চুল হবে কোঁকড়া, ঘন, এলোমেলো।
কপাল হবে উঁচু,
বক্ষ হবে প্রশস্ত,
চক্ষু হবে টেরা এবং আঙ্গুর ফলের মত উঁচু।[৪]
নির্বংশ হবে। তার কোন সন্তান থাকবে না"।[৫]
পা হবে কবুতরের পায়ের মত ভিতর দিকে বাঁকানো।[৬]

এই বৈশিষ্ঠ্যগুলো তো আরও অনেক মানুষের মধ্যেই থাকতে পারে। যে কেউ দাজ্জালের মত অন্ধ হতে পারে, মাথার চুল কোঁকড়া হতে পারে, শরীরের রং লালচে হতে পারে, কপাল উঁচু হতে পারে, বেঁটে হতে পারে। সেক্ষেত্রে দাজ্জালকে চেনার বিশেষ চিহ্ন হিসেবে, তার চোখটি (সবুজ) কাঁচের ন্যায় সবুজ দেখাবে।[৭] এছাড়াও দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হল, তার কপালে কাফির (كافر) লেখা থাকবে।[৮] অথবা তার কপালে (ك ف ر) - এই তিনটি আরবী হরফ লেখা থাকবে। প্রতিটি মুসলিম তা পড়তে পারবে।[৯] কী শিক্ষিত আর কী অশিক্ষিত, সকল মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে।[১০]

মোট কথা, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহ মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিবেন। ফলে, সে সহজেই দাজ্জালকে দেখে চিনে ফেলবে, যদিও ইতিপূর্বে সে ছিল অশিক্ষিত। অবাক করা বিষয় হল - কাফির ও মুনাফিক্ব লোক তা দেখেও পড়তে পারবে না। যদিও সে হবে শিক্ষিত ও পড়ালেখা জানা লোক। কারণ, কাফির ও মুনাফিক আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখেও ঈমান আনয়ন করেনি।[১১]

অনেকেই বলে থাকে দাজ্জাল হল টেলিভিশন। যুক্তি হিসেবে বলে, দাজ্জাল যেমন একচোখা, তেমনি টেলিভিশন তার এক চোঁখ দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে ধোঁকা দেয়, মিথ্যা ও বানোয়াট জিনিসকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে। আবার কেউ কেউ বলে, ইন্টারনেট হল দাজ্জাল। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যার ধোঁকায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়। কেউ কেউ আবার পাশ্চত্য বস্তুবাদী (আমেরিকা, ইহুদী, খ্রীষ্টান) সভ্যতাকে দাজ্জাল বলে থাকে। যুক্তি পেশ করে, তারা সমগ্র বিশ্বে একপেশে ফিতনা ছড়াচ্ছে, ঠিক যেন হাদীসে বর্ণিত দাজ্জাল।

টেলিভিশন
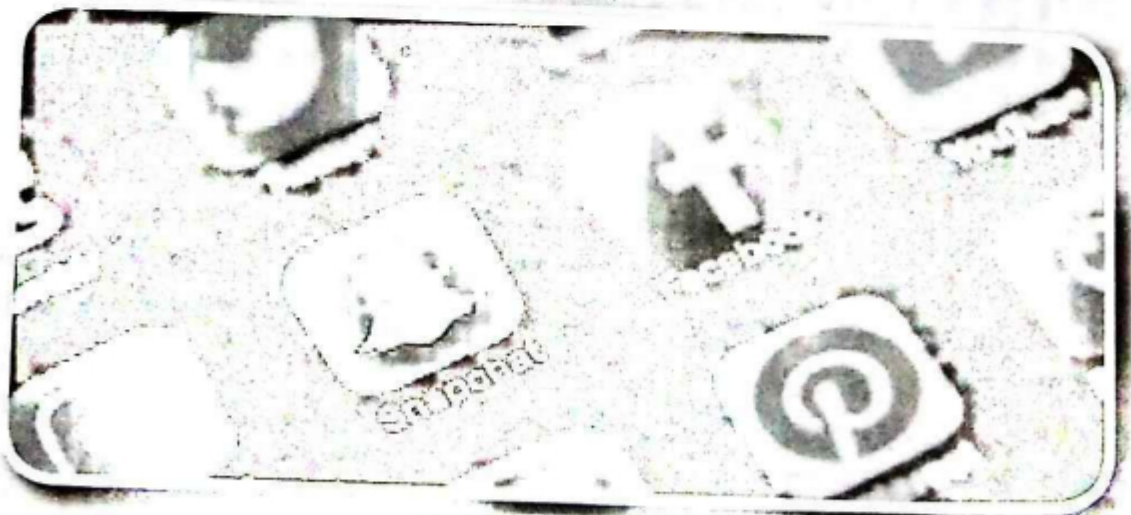
সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কিং

কেউ কেউ আবার ব্রিটিশ অধ্যুষিত দেশ ইংল্যান্ডকে দাজ্জাল বলেছেন। বস্তুবাদীতা, পুঁজিবাদীতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারনৈতিকনীতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দাজ্জাল বলেছেন।

ছবিঃ একচোখা সভ্যতা

টেম্পল অব শাইতনঃ সিস্টেম, ব্যবস্থা ইত্যাদি

মজার ব্যাপার হল, কেউ কেউ আবার আজ থেকে পাঁচশত বছর পূর্বে, ১৫০০ শতাব্দীর দিকে ক্যাথোলিক খ্রীষ্টানদের প্রধান যাজক "পোপ"- কে দাজ্জাল বলত।

এগুলো সব মানুষের মনগড়া কল্পকাহিনী। এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। কোন বস্তু, কোন সামগ্রী, কোন টেকনোলোজি, কোন ব্যবস্থা, কোন সভ্যতা, কোন নিয়ম-নীতি, কখনই মাসীহ আদ-দাজ্জাল হতে পারে না। কেননা দাজ্জাল হল একজন মানুষ। একজন বেঁটে আকৃতির বিশালদেহী লালচে যুবক। যার চোখযুগল ত্রুটিযুক্ত ও সবুজ রঙয়ের। যার চুলগুলো কোঁকড়া এলোমেলো, যার কপাল বেশ উঁচু আর তাতে আরবী হরফে কাফির লেখা থাকবে। হাদীসে দাজ্জাল দেখতে কেমন হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি ঘুমের অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বা তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম,

পোপের ছবি - হাতে বল্লম, বুকে দুইচোখ, মাথায় তাজ যা দাজ্জালের সাথে মানানসই নয়।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থুলকায় লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের মত। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইবনু কাতান (বনু খুযা'আর এক লোক)।[১২]

এই হাদীসে দাজ্জালকে নবীযুগের এক ব্যক্তি, আব্দুল উজ্জাহ ইবন ক্বাতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা হয়েছে। তার সাথে দাজ্জালের চেহারার অনেকটা মিল রয়েছে। তার মাতার নাম ছিল হালা বিনতে খুয়াইলিদ। সে ছিল বনু খুজ'আ গোত্রের লোক। ইসলাম গ্রহণ করার আগে জাহিলিয়াতের যুগে ইবনু ক্বাতান মারা যায়।[১৩] এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান, দাজ্জাল একজন মানুষ হবে। একজন মানুষের সাথে মানুষের তূলনা হয়, অন্য কোনকিছুর নয়। দাজ্জাল দেখতে ইবনু ক্বাতানের মত হবে। তাছাড়া দাজ্জালের অন্যান্য শারীরিক বর্ণনা তো আছেই। দাজ্জাল নির্বংশ হবে তার কোন সন্তান-সন্ততি থাকেবনা। তাহলে অজ্ঞ লোকেরা কেনই বা দাজ্জালকে মানুষ না বলে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে। এই উম্মতকে সত্য থেকে বঞ্চিত রাখার মধ্যে তাদের কী ফায়দা? আখেরে তাঁরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং আমাদেরকেও বিভ্রান্ত করছে।

হযরত উমার (রাঃ) একদিন ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মতের মাঝে এমন একটি জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা রজমকে অস্বীকার করবে, দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করবে, কবর আযাবকে অস্বীকার করবে, সুপারিশ অস্বীকার করবে এবং একদল গুনাহগার মুসলিম জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের আক্বিদাকে অস্বীকার করবে।"[১৪]

দাজ্জালকে অস্বীকার করে মূলত ইহুদি-খ্রীষ্টান পরিচালিত বিভিন্ন দল, উপদল, গোষ্ঠী ও ফিরক্বা। তারা দাজ্জালের বিষয়টাকে মশকরা এবং তাচ্ছিল্যরূপে নিয়েছে। মুসলিমদের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনার মাঝে ফাঁটল ধরাতে তারা সদা তৎপর। দাজ্জালের বিষয়টা বিতর্কিত করার অপচেষ্টায় তারা সর্বদা লিপ্ত।

মহান আল্লাহ্ এই সমস্ত ক্ষুদ্র দাজ্জাল থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র:

১। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭১২৭,তাওহীদ পাবলিকেশন ২। ফাতহুল বারী (১৩/৯৭), ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), আল-ক্বাজি ইয়াদ্ব দাজ্জালের দুই চোখ নষ্টের ব্যাখ্যা দেন। এই বর্ণনা শুনে ঈমাম নববী (রহঃ) "চমৎকার" বলেছেন (শারহুল মুসলিম, ২/২৩৫), আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী (রহঃ) এই বর্ণনার সমর্থন করেছেন, আত-তাযকিরা, পৃঃ ৬৭৯।
৩। মুসনাদে আহমদ, ১৫/২৭-৩০
৪। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
৬। সুনান আবু দাউদ, হাদীস - ৪৪৩
৭। সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস-৬৭৯৫
৮। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
১০। সহীহ মুসলিম, শরহুন্ নববীর সাথে (১৮/৬১)
১১। ফাতহুল বারী, (১৩/১০০) ১২। ইবনু 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত সহীহ বুখারী,হাদিস নং-৭১২৮,তাওহীদ পাবলিকেশন ১৩। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭১২৮,তাওহীদ পাবলিকেশন, ফাতহুল বারী – ৬/৪৭৭, ১৩/১০১, মুসনাদে আহমদ – ১৫/৩০-৩১ ১৪। ফাতহুল বারী, ১১/৪২৬
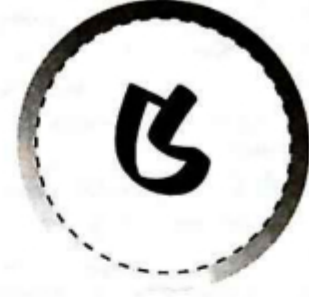
দাজ্জালের কী জন্ম হয়েছে?

প্রত্যেক নবী-রাসূল (আলাইহিমুসসালাম) — তার নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তারা জানতেন না, দাজ্জাল কখন আসবে। তার জন্ম কবে হবে। শুধু এতটুকুই জানতেন, সে আসবে, সে অবশ্যই আসবে। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যে কোন মুহূর্তেই আসবে। তার ফিতনার ব্যাপকতা এত বেশী হবে যে, কোন নবীই তার ব্যাপারে সতর্ক করা থকে তার উম্মতকে মাহরুম রাখেননি। আম্বিয়া কিরামগণ (আলাইহিমুস সালাম) হলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। এ কারণেই তারা বিভিন্ন সুসংবাদ দেওয়ার পাশাপাশি ফিতনার ব্যাপারেও উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। তবে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), তিনি শুধু আমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্কই করেননি বরং সে দেখতে কেমন হবে, সে কী কী তান্ডবলীলা ঘটাবে, কী কী করতে পারবে, কী কী করতে পারবে না, তার জন্ম হয়েছে কী না, তার ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে কী কী করতে হবে, সব বিস্তারিত বলে গেছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দাজ্জালের জন্ম হয়েছে কী না? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চলে যেতে হবে নবী (সাঃ) - এর যুগে। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে ফিরে যেতে হবে। সেই সময়কার ভয়ংকর এক ঘটনা, শুনব মহিলা সাহাবী ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) -এর মুখে ইন শা আল্লাহ্। ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস ছিলেন দাহাক ইবনে ক্বায়েসের বোন। শুরুর দিককার মহিলা মুহাজির সাহাবি। তার কাছ থেকেই দাজ্জালের সেই ঘটনা শোনা যাক - তিনি বলেন,

একদা আমি রাসূল (সাঃ) — এর এক আহ্বানকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, সলাতের সময় হয়ে গেছে। আমি মসজিদে গমন করে নবী (সাঃ) -এর সাথে সলাত আদায় করলাম। আমি ছিলাম মহিলাদের কাতারে। সলাত শেষে মুচকি হেসে

রাসূল (সাঃ) মিম্বারে উঠে বসলেন। প্রথমেই তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থানেই বসে থাকো। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে উৎসাহ বা ভয় দেখানোর জন্য বসতে বলিনি, বরং এ (কথা শোনানোর) জন্য বসতে বলেছি যে, তামীম আদ-দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে আমার কাছে আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, যা তোমাদের কাছে বর্ণিত দাজ্জালের ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

সে (তামীম আদ-দারী) বলেছে, বনু লাখম এবং বনু জুযাম গোত্রদ্বয়ের কিছু লোককে সাথে নিয়ে আমি একদা সমুদ্রভ্রমণে বের হই। একসময় ঝড়ের কবলে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়ে যাই। এক মাস পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউ আমাদের নিয়ে খেলা করতে থাকে। পরিশেষে, ঢেউ পশ্চিম দিকের একটি দ্বীপে আমাদেরকে নিয়ে পৌঁছায়। অতঃপর আমরা ছোট ছোট নৌকায় চড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। সেখানে এক বিশেষ প্রাণীর সন্ধান পাই। প্রাণীটি স্থূল ও ঘনচুলবিশিষ্ট। দেহের চুল অধিক হওয়ায় তার সামনের দিক কোনটা আর পিছনের দিক কোনটা তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা প্রাণীটিকে দেখে বললাম,

- "তোর ধ্বংস হোক! তুই কে?"

সে বলল,

- "আমি জাসসাসাহ (সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা)।" (প্রাণীটি উত্তর দিল)

আমরা বললাম,

- কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী? (আমরা বললাম)

অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "তোমরা (প্রথমে) গির্জার ভিতরে থাকা ওই লোকটার নিকটে যাও। কারণ সে তোমাদের সংবাদের ব্যাপারে গভীর প্রতীক্ষায় আছে।

যখন সে আমাদের সাথে কথা বলছিল তখন আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, না জানি এটা শয়তান কিনা! ফলে দ্রুত প্রাণীটির কাছ থেকে সরে পড়ি এবং গির্জার ভিতরে প্রবেশ করি। গির্জার ভিতরে আমরা দীর্ঘকায় এক মানবকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন ভয়ঙ্কর মানুষ আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তার হাত দু'টিকে ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে হাঁটু এবং গোড়ালীর মধ্যবর্তী স্থানে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম,

- "ধ্বংস হোক তোর! কে তুই?"

- "তোমরা আমার কাছে আসতে সক্ষম হয়েছ। তাই আগে তোমাদের পরিচয় দাও"। (বৃহদাকার দানবটি বলল)

আমরা বললাম, আমরা একদল আরব মানুষ নৌকায় আরোহন করলাম। সাগরের প্রচন্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করল। অবশেষে তোমার দ্বীপে উঠতে বাধ্য হলাম। দ্বীপে প্রবেশ করেই প্রচুর পশম বিশিষ্ট এমন একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার অগ্র-পশ্চাৎ বোঝা যাচ্ছিলনা। আমরা বললাম, ধ্বংস হোক তোর! কে তুই? সে বলল, আমি জাসসাসাহ। আমরা বললাম, কিসের সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে এই ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভিতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে তোমার কাছে দ্রুত আগমণ করলাম। হতে পারো তুমি একজন শয়তান- এ ভয় থেকেও আমরা নিরাপদ নই।

সে বলল,

- "আমাকে তোমরা 'বাইসান' সম্পর্কে সংবাদ দাও।"
- 'বাইসানের সম্পর্কে কি জানতে চাও?' (আমরা তাকে বললাম)
- "আমি তথাকার খেজুরের বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। সেখানের গাছগুলো কী এখনও ফল দেয়?"
- 'হ্যাঁ।' (আমরা বললাম)
- সে দিন বেশী দূরে নয় যে দিন গাছগুলোতে কোন ফল ধরবে না। (সে বলল)

অতঃপর সে বলল,

- "আমাকে তাবরিয়া উপসাগর সম্পর্কে সংবাদ দাও।"
- 'তাবরিয়া উপসাগর সম্পর্কে কী জানতে চাও?' (আমরা বললাম)
- "আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে?" (সে বলল)
- 'তথায় প্রচুর পানি আছে।' (আমরা বললাম)
- "অচিরেই তথাকার পানি শেষ হয়ে যাবে।" (সে বলল)

সে পুনরায় বলল,

- "আমাকে যুগার নামক কূপ সম্পর্কে সংবাদ দাও।"
- 'সেখানকার কি সম্পর্কে তুমি জানতে চাও?' (আমরা বললাম)
- "আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনও পানি আছে? লোকেরা কি এখনও সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে?" (সে বলল)
- 'তথায় প্রচুর পানি রয়েছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে।'
- "আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে জানাও।" (সে বলল)
- 'সে মক্কায় আগমন করে বর্তমানে মদিনায় হিজরত করেছে।'

- "আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে?" (সে বলল)
- 'হ্যাঁ।' (আমরা বললাম)
- "ফলাফল কি হয়েছে?" (সে বলল)
- 'পার্শ্ববর্তী আরবদের উপর তিনি জয়লাভ করেছেন। ফলে তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে।' (আমরা বললাম)
- "তাই না কি?" (সে বলল)
- 'হ্যাঁ, তাই।' (আমরা বললাম)
- "তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভাল।" (সে বলল)

অতঃপর সে বলল, এখন আমার কথা শুনো –
"আমি হলাম আদ-দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করব। তবে মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদিনায় প্রবেশ করতে চাইব, তখনই একজন ফিরিশতা কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে তাড়া করবে। কারণ শহর দুটির প্রতিটি সড়ক পথ তখন ফিরিশতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।"

অতঃপর ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বারে আঘাত করতে করতে বললেন, এই হচ্ছে তাইবা (মদিনা), এই হচ্ছে তাইবা, (মদিনা), এই হচ্ছে তাইবা (মদিনা)। অর্থাৎ এখানে দাজ্জাল আসতে পারবেনা।

অতঃপর নবী (সাঃ) মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন, "তামীম আদ-দারীর বর্ণনাটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে। শুনে রাখো! সে আছে সিরিয়ার সাগরে (ভূমধ্যসাগরে) অথবা ইয়েমেন সাগরে। না! বরং পূর্ব দিকে আছে, সে পূর্ব দিকে আছে। এই বলে তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।"

ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) আরও বলেন, "আমি এই হাদীসটি নবী (সাঃ) -এর নিকট থেকে মুখস্থ করে রেখেছি"।[১]

এই ঘটনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, দাজ্জালের জন্ম অনেক আগেই হয়ে গেছে। ১৪০০ বছর আগে থেকেই মদিনার পূর্বদিকের এক অজানা দ্বীপে শিকলাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে। সে শীঘ্রই তার ফিতনার ঝুলিসহ বের হয়ে আসবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানাননি। কেউ কেউ বলেন দাজ্জাল বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে আছে, কেউ কেউ বলে জাপানের ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল বা ডেভিল সী – তে আছে। এই বারমুডা আর জাপানের ট্রাইএঙ্গেলে অনেক জাহাজ, সাবমেরিন ও আকাশের বিমান লাপাত্তা হয়ে গেছে। ভয়ংকর তথ্য হল এখানে হারিয়ে যাওয়া জাহাজের মধ্যে পরমাণু উপাদান বোঝাই জাহাজের সংখ্যাও কম নয়। তার মানে কী দাজ্জাল পারমানবিক শক্তি-তে শক্তিশালী হচ্ছে? আমরা বলব, আল্লাহ্ আ'লাম। রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র দাজ্জাল মদিনার পূর্বদিকে অবস্থান করছে সেটাই আমাদেরকে জানিয়েছেন। এর বেশী কিছু নয়।

দাজ্জাল কোথায় আছে সেই তথ্য জানার চাইতে, সে যে তিনটি স্থানের ব্যাপারে তামীম আদ-দারীকে জিজ্ঞেস করেছে তার বর্তমান অবস্থা আমাদের জানা প্রয়োজন। দাজ্জাল আসলে সবাই জানতে পারবে। সে লুকিয়ে আসবে না। আকাশে কালমেঘ জমলে সবাই যেমন দেখতে পায়, দাজ্জাল আসলেও সবাই দেখতে পারবে। আল্লাহুল মুস্তা'য়ান।

দাজ্জাল তামীম আদ-দারীর কাফেলার লোকদেরকে প্রথমত বাইসানের খেজুর বাগানের কথা জিগ্যেস করেছে, দ্বিতীয়ত যুগার কূপের কথা জিগ্যেস করেছে, এরপর তাবরিয়া উপসাগরের কথা জিগ্যেস করেছে এবং অবশেষে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) – সম্পর্কে জিগোস করেছে। আশ্চর্যের বিষয় দাজ্জাল চারটি প্রশ্নের তিনটিই ছিল পানি সম্পর্কীত। আল্লাহই জানে পানির সাথে দাজ্জালের কী যোগসাজশ। শাইত্বন তো পানিতেই তার সিংহাসন পেতে বসে।

❑ বাইসানের খেজুর বাগান

বাইসানের বাগানটি ফিলিস্তিনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। উমার (রাঃ) –এর খিলাফতের সময় দুই সাহাবা শুরাহবিল ইবনে হাসানা ও আমর বিন আস (রাঃ) –এই অঞ্চলটি জয় করেছিলেন।[২] এই বাইসান খেজুর বাগানের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেখানকার খেজুর বাগান কমতে শুরু করেছে।[৩]

বাইসানের ম্যাপ

বর্তমানে বাইসান খেজুরের জন্য বিখ্যাত নয় বরং এখানে এখন গম ও নানা ধরনের সবজি উৎপাদিত হয়। বাইসান এখন জর্ডানের অন্তর্ভূক্ত। এই এলাকার কৃষির ভবিষ্যৎও তেমন ভাল নয়। কেননা, জর্ডান নদীর পানির উপর নির্ভর করে।

❑ যুগারের কূপ

দাজ্জালের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এই কূপ নিয়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ যখন লূত্ব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন লূত্ব (আঃ) - কে সাদূম নগরী থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন তখন। লূত্ব (আঃ) তার দুই কন্যাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। তাদের একজনের নাম রাবাহ, আরেকজনের নাম ছিল যুগার। বড় মেয়ে রাবাহ মারা গেলে তাকে একটি কূপের পাশে দাফন করা হয়। সেই কূপের নাম হয় "রাবাহ কূপ"। অতঃপর ছোট মেয়ে যুগার মারা গেলে তাকেও দাফন করা হয় একটি কূপের কাছে। অতঃপর তার নামেই সেই কূপ "যুগার কূপ" নামে পরিচিতি লাভ করে। এই যুগার কূপ জর্ডানের ডেড-সী বা মৃত সাগরের পূর্বে অবস্থিত।[৫]

প্রিয় পাঠক! দাজ্জালের পূর্বাভাসের সাথে সব তথ্যই মিলে যাচ্ছে। তামীম আদ-দারীর বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে, যার সত্যায়ন করেছিলেন নবী (সাঃ)। ইহুদীরা দাজ্জাল আসার ব্যাপারে সদা তৎপর। বাইসান, তাবরিয়াকেন্দ্রিক গোলান পর্বতমালা আজ ইহুদীদের দখলে। জেনে রাখা ভাল, দাজ্জালের ঘৃণিত বাহিনী এই ইহুদীদের থেকেই হবে। এই গোলান পর্বতমালার গুরুত্ব বোঝা যায় এর ভৌগলিক অবস্থানের কারণে।
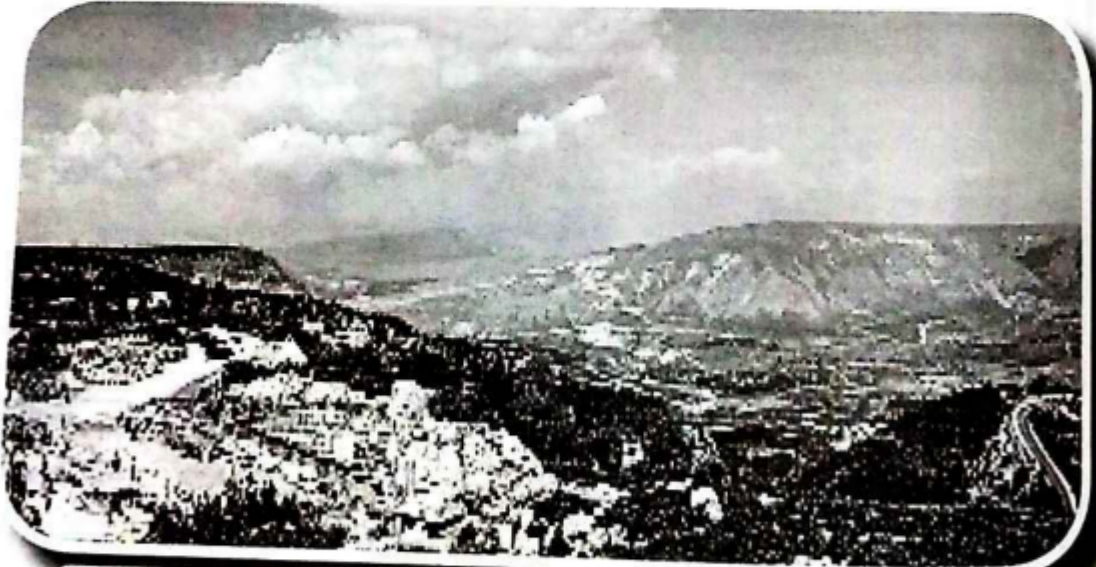
ছবি: গোলান পর্বতমালা, যা ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদীরা সিরিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

তাবরিয়া উপসাগর, বায়তুল মুক্বাদ্দাস, আঁফিক ঘাটি এই পর্বতমালাকে ঘিরেই। আঁফিকের যে ঘাঁটিতে দাজ্জাল মুসলিমদের অবরোধ করবে সেটাও রয়েছে তাবরিয়া উপসাগরের দক্ষিণে। এসমস্ত এলাকার সবগুলোই গোলান পর্বতমালার একবারে নিচে যা বর্তমানে ইয়াহুদিদের দখলে।

কাজেই, এ কথা সুস্পষ্ট যে, দাজ্জাল রাসূল (সাঃ) – এর সময় থেকেই দুনিয়াতে আছে। তার জন্ম অনেক আগেই হয়েছে। রাসূল (সাঃ) – এর সময় থেকে সে অপেক্ষার প্রহর গুনছে। সময় ও ক্ষণ হিসাব করে তার ভয়ংকর সব ফিতনা নিয়ে সে একদিন বেরিয়ে আসবে। মক্কা - মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতিটি দেশে, প্রতিটি শহরে সে নিমিষেই পৌঁছে যাবে। যে ফিতনার ব্যাপারে প্রতিটি নবী - রাসুল (আঃ) তার উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৯৪২, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) – ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) -এর এই হাদিসটিকে "গারীব" বলেছেন। তবে, ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) ছাড়াও এই হাদীসটি আবু হুরাইরা, মা আ'ইশা এবং জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন। (বিস্তারিত ফাতহুল বারী – ১৩/৩২৮)

তামীম আদ-দারী আবু রুকাইয়াহ, খারিজাহ আদ-দারীর সন্তান, বনু লাখম গোত্রের লোক। (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ছিলেন আহলে কিতাব (খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী) পন্ডিতদের মধ্যেকার একজন ব্যক্তি। সে নবম হিজরীতে মদিনায় আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সাঃ) থেকে সে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং অনেক সাহাবা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আনাস (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ। তিনি খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) শাহাদাত বরণের পর শামে চলে যান, জেরুসালেমে স্থায়ী হন। অতঃপর, ৪০ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। (বিস্তারিত তাহযিবুত তাহযিব, ১/৫১১-৫১২)

২। তারীখে তাবারী এবং মু'জামুল বুলদান।
৩। মু'জামুল বুলদান ১/৫২৭, বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত হামাবি (মৃত্যু – ৬২৬ হিজরী) তিনি এই কিতাবে উল্লেখ করেন, আমি সেখানে অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু সেখানে আমি পুরাতন দুইটি খেজুর বাগান ছাড়া আর কোন বাগান দেখিনি।
৪। Sea of Gallilee: https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Galilee
৫। মু'জামাল বুলদান ৩/২৬

দাজ্জাল এখন কোথায় আছে?

প্রশ্ন আসে দাজ্জাল কী এখনও সেই দ্বীপে বন্দী অবস্থায় আছে। নাকি দ্বীপ ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে। সে কী লোক সমাজে আসার আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে? এর উত্তর হল – আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত দাজ্জাল শিকলে আবদ্ধ হবে এরকম কোন দলিল নেই।

> উম্মুল মু'মিনিন হাফসা (রাঃ) বলেছেন, "আমি রাসূল (সাঃ) —**কে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল কারও উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।**"[১]

অর্থ্যাৎ দাজ্জাল আগমনের আগে শিকলমুক্ত হবে এমন নয়। দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের আগ পর্যন্ত যদি শিকলে আবদ্ধ থাকে তাহলে সে ক্ষুব্ধ হবে কার উপর? বরং বের হওয়ার আগে সে শিকলমুক্ত থাকবে এবং চূড়ান্ত আগ্রাসনের আগে আত্মপ্রকাশ করবে না। সে শিকল পরিহিত অবস্থায় কোথাও গিয়ে নিজেকে কোনকিছু দাবী করলে কেউ তা শুনবে না। কোন মুসলিম তার ফিতনায় পাঁ দিবে না। তার জন্য অপেক্ষমান ইয়াহুদীরাও শিকল পরিহিত কাউকে তাদের রাজা বা সম্রাট হিসেবে মেনে নিবে না।

দাজ্জালের চূড়ান্ত দাজ্জালগিরী প্রকাশ পাবে নিজেকে রব দাবী করার পর। সে নিজেকে রব হিসেবে দাবী করার আগে, নিজেকে নবী দাবী করবে। কিন্তু তখন তার ভেল্কি, প্রতারণা, ফিতনা প্রকাশ পাবে না। বরং নিজেকে রব দাবী করার সময় তার অলৌকিক ক্ষমতা, প্রতারণা এবং ধোঁকাসহ যাবতীয় ফিতনা প্রকাশ পাবে। ঈমাম হাকিম (রহঃ) বলেন, প্রথমে সে (দাজ্জাল) নিজেকে নবী দাবী

করবে। অথচ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার পরে কোন নবী নেই। তারপর সে আরও অনেক কিছু দাবি করবে। এমনকি বলবে, আমি তোমাদের রব। নবীজি (সাঃ) বলেন অথচ তোমরা মৃত্যুর আগে তোমাদের রবকে দেখতে পারবে না।(২)

হাফিজ ইবনে হাজার (রহঃ), "...তারপর দাজ্জাল বলবে, আমি নবী। তারপর বলবে, তোমাদের রব। তারপর সে অলৌকিক কাজ করে দেখাবে।"

কাজেই দাজ্জালের বৈশ্বিক ফিতনা প্রকাশ পাবে নিজেকে আল্লাহ্ বা রব হিসেবে দাবী করার পর। এর আগে সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করবে। কাজেই আসল রুপে বের হওয়ার আগে সে শিকলমুক্তই থাকবে। এমনকি সেই নির্জন দ্বীপেও থাকবে না। মনুষ্য সমাজে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করতে থাকবে। অথচ আমরা জানি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

> তিনি (রাসূল সাঃ) বলে গেছেন, "ত্রিশজন মিথ্যুক আগমনের পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তারা সকলেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল'। (৩)

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকে, তাহলে কি ত্রিশের পরেরগুলো সত্য নবী? অর্থ্যাৎ নবী দাবী করার সংখ্যা যদি ত্রিশের অধিক হয় তাহলে কী পরের নবীগুলো সত্য? জবাব– না। ত্রিশ (৩০)'র পরের গুলোও মিথ্যাবাদী ও ভন্ডনবী। কেননা, অন্য এক হাদিসে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

> "আর আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। তারা সকলেই নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর কিয়ামতের পূর্বে আর কোন নবী আসবে না"।(৪)

হাদীসটির শেষে এও লেখা আছে, লা নাবিয়্যা বা'দী অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী নেই। কাজেই ত্রিশ (৩০) জনের পরেরগুলো কিভাবে সত্যনবী হতে পারে?

হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহঃ) এই বিষয়ে বলেন, "এই ত্রিশজন মিথ্যাবাদী বলতে বিশেষভাবে ওরাই উদ্দেশ্য যাদের দাপট (প্রভাব-প্রতিপত্তি) প্রতিষ্ঠা পাবে এবং (সাধারণ মানুষের ভিতর তাদের প্রচারণায়) সন্দেহ সৃষ্টি হবে।"(৫)

এই হাদিসের আরবীতে "দাজ্জালুন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ্যাৎ মিথ্যুক দাজ্জালও নিজেকে আল্লাহ্ দাবী করার আগে নবী দাবী করবে। তার আসল রূপে আসার আগে একজন সংস্কারক, শান্তিকামী নেতা ও মহান দিশারী নেতা হিসেবে সমাজে পরিচিত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ দাবী করার পর তার পুরোপুরি মুক্তি ও আসল রূপ প্রকাশ পাবে। তার আগে বিভিন্ন বিধিনিষেধ দ্বারা সে কোণঠাসা থাকবে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

তবে, এই মুহূর্তে দাজ্জাল কোথায় আছে তা আমরা জানি না। সে কী শিকলাবদ্ধ না শিকলমুক্ত তা আমরা জানিনা। তবে সে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, এটা সুনিশ্চিত। আমরা শুধু জানি, বাইসানের খেজুর বাগান কমতে শুরু করেছে, তাবরিয়া উপসাগরের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে, ইয়াহুদীরা তাদের সম্রাটের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। সে খুব শীঘ্রই এসে পড়বে, খুব শীঘ্রই।

বলে রাখা ভাল, অনেকেই ইন্টারনেট ইউটিউবে দাজ্জাল এখন কোথায় আছে? দাজ্জালের জন্ম হয়েছে কী না? – এই সব বিষয়ে গুজব ও মিথ্যা রটাচ্ছে। তারা দাজ্জালের বিভিন্ন কল্পিত ছবি দিয়ে এই বিষয়টাকে ভিন্ন খাতে নিতে চাচ্ছে। অনেকে আবার ইলম বা জ্ঞানের অভাবে হলুদ মিডিয়ার ফাঁদে পড়ে দাজ্জালকে নিয়ে কল্পকাহিনী বলে বেড়াচ্ছে। মুসলিম সমাজ এই সমস্ত ভূয়া ছবি, ভূয়া তথ্য, বেহুদা পরিবেশনায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

ছবিঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত ভুয়া তথ্য, ছবি।

ছবিঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত ভুয়া তথ্য, ছবি।

দাজ্জালের কল্পিত ছবি, একচোখা দাজ্জালের জন্ম হওয়া, ইজরাঈলের ঘোষণা দাজ্জাল চলে এসেছে - এই সমস্ত মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়া উঠে পড়ে লেগেছে।

অথচ আমরা ইতিমধেই জেনেছি, দাজ্জাল একচোখা হবেনা বরং তার থাকবে দু'টি ক্রটিযুক্ত চোখ। যার একটি সম্পূর্ণরুপে নষ্ট এর অন্যটি ক্রটিযুক্ত। তার জন্ম অনেক আগেই হয়েছে। ১৪০০ বছর আগে তামীম আদ-দারী তাকে এক অজানা দ্বীপে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করে। তার সাথে কথা বলে। ফিরে এসে তার আগমনের আলামতগুলো রাসূল (সাঃ) - কে জানিয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সাঃ) তার বর্ণনার সত্যতা দেন। তার সমর্থনে সাহাবা (রাঃ) - দেরকে সলাতের পর একসাথে নিয়ে দাজ্জালের ব্যাপারে বিস্তারিত অবহিত করেন।

তথ্যসূত্র:

১। মুসতাদরাকে হাকিম - হাদিসঃ ৮৬২০
২। কিতাবুল ফিতানের বুখারীর হাদিস ব্যাখ্যায়, ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন।
৩। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব।
৪। আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। আলবানী সহীহ বলেছেন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ৫৪০৬
৫। ফাতহুল বারী, শরহে সহীহ বুখারীঃ খন্ড ১২ পৃষ্ঠা ৩৪৩।

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

দাজ্জাল মদিনার পূর্ব দিকের পারস্য অঞ্চল খোরাসান থেকে বের হবে। দাজ্জাল পৃথিবীর এমন এক অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যেটা প্রাচ্যে অবস্থিত এবং যাকে খোরাসান বলা হয়। তার সঙ্গে এক দল মানুষ থাকবে তাদের একটি দলের লোকদের চেহারা স্ফীত ঢালের মত হবে।[১]

> নবীজি (সাঃ) বলেন, 'পূর্বের কোন একটি দেশ থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যার বর্তমান নাম খোরাসান'।[২]

ছবি: খোরাসানের ঐতিহাসিক মানচিত্র

এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার মত। দাজ্জাল যখন আসবে তখন মসজিদে নববীকে 'সাদা ভবন' আখ্যা দিবে। অথচ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ১৪০০ বছর আগে যে সময় এ কথাটি বলেছিলেন, তখন মসজিদে নববী সম্পূর্ণ মাটির তৈরি ছিল। আর এখন যারা হাজ্জে গিয়ে মসজিদে নববীকে দেখেছেন তারা ভাল বলতে পারবেন, দূর থেকে কিংবা কোন উঁচু জায়গা থেকে অন্যান্য ইমারতের মাঝে তাকে পুরোপুরি একটি সাদা ভবনের মতোই মনে হয়। এমনকি স্যাটেলাইটের সাহায্যে মসজিদে নববীর একটি চিত্র ধারণ করা হয়েছিল। তাতে এই মসজিদটিকে সাদা-ই দেখা গেছে। আল্লাহর নবী (সাঃ) কতটা সত্যই না বলে গেছেন। তিনি যে সত্য নবী তা অন্যান্য অনেক হাদীসের মত এই হাদীস থেকেও সুস্পষ্ট। 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম'
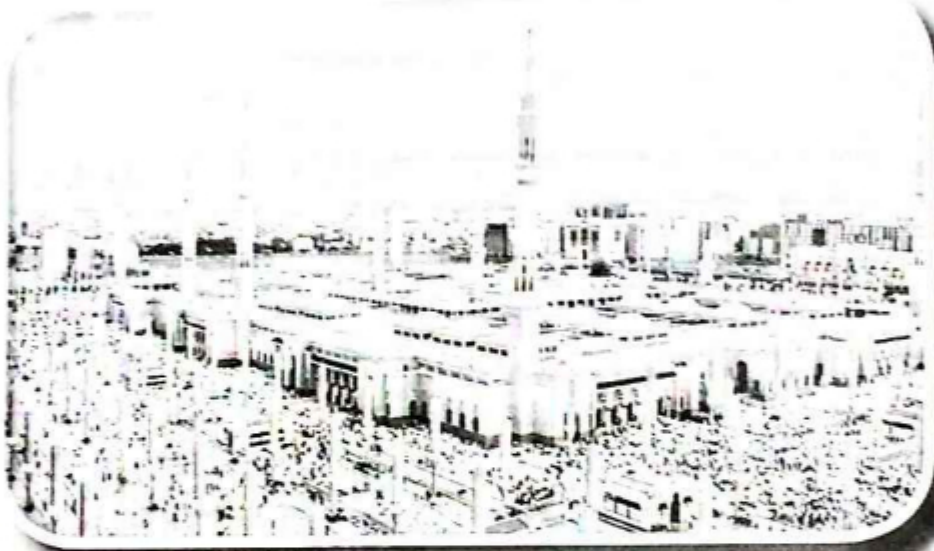
ছবি: মাসজিদ-ই-নববী (যা দেখতে সাদা প্রসাদের মত)
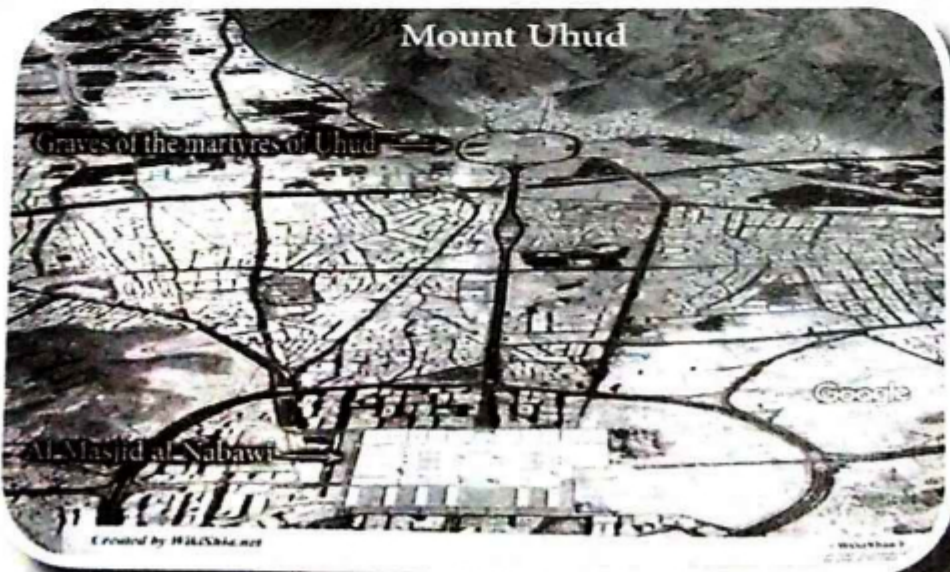
ছবি: মাসজিদ -ই-নববী (স্যাটেইলাইট থেকেও সাদাই দেখাচ্ছে) সাদা ভবন বলবে।

ছবি: মাসজিদ -ই-নববী (স্যাটেইলাইট থেকেও সাদাই দেখাচ্ছে) সাদা ভবন বলবে।

মক্কা এবং মদীনা ছাড়াও দাজ্জাল আরো দুইটি জায়গায় প্রবেশ করতে পারবে না। মদিনার আনসার সাহাবী (রাঃ) – এর মধ্যে থেকে একজন একবার এক সাহাবী (রাঃ) – এর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল, দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কী বলেছে তা আমাকে বলুন। তখন তিনি তাকে রাসূল (সাঃ) – এর একটি হাদিস শুনিয়ে দেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দাজ্জাল দুনিয়াতে তোমাদের মাঝে চল্লিশ দিন থাকবে। সে দুনিয়ার প্রতিটি পানি পানের স্থানে পৌঁছে যাবে (সমস্ত এলাকায় পৌঁছে যাবে)। সে চারটি মাসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। মাসজিদ-আল-হারাম (মক্কা), মদিনার মসজিদ, সিনাই মাসজিদ, এবং মাসজিদ –আল আক্বসায়।[৩]

ছবিঃ বাইতুল মাক্বদিস, ফিলিস্তিন। (আল আক্বসা, মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা)

ছবিঃ সিনাই মাসজিদ, ইজিপ্ট, মিশর।

প্রশ্ন এসে যায়, দাজ্জাল যদি মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে তাহলে রাসূল (সাঃ) স্বপ্নে তাকে মক্কায় দেখলেন কিভাবে? তার চেহারার বর্ণনা দিলেন কিভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হল, দাজ্জাল শেষ যামানায় তার ফিতনার সময় মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল (সাঃ) তার সময় দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। যেহেতু নবীগণের (আঃ) স্বপ্ন সত্যি সেহেতু দাজ্জাল সেই মুহূর্তে সেখানে ছিল। কিন্তু শেষ যামানায় তার দাজ্জালি ফিতনার সময় সে মক্কা মদিনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৫]

উল্লেখ্য রাসূল (সাঃ) দাজ্জালকে সপ্তাকাশে ভ্রমণ রজনীতেও একবার দেখেছিলেন।[৬] আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

তথ্যসূত্র:

১। সহিহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
২। সহীহ বুখারী; হাদীস ৭১২৬
৩। মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮৬
৪। আল-ফাতহুল রব্বানী, (২৪/৭৬, তারতিব আস-সা'তি), হাদিসটি ঈমাম আহমদ বর্ণনা করেছে। আল হাইশামী বলেছেন যেহেতু ঈমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন সেহেতু হাদিসটি সহিহ। (মাজমা' আল-জাওয়াঈদ - ৭/৫৪৩)। ইবনে হাজার (রহঃ) এই হাদিস বর্ণনাকারীরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য। (ফাতহুল বারী, ১৩/১০৫)
৫। এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা আছে শারহুল মুসলিম - (২/২৩৪), ফাতহুল বারী - (৬/৪৮৮-৪৮৯)
৬। সহীহ বুখারী; হাদীস ৩২৩৯

খুঁটি আগে থেকেই নড়বড়ে থাকলে দাজ্জালের আগমনে সহজেই তা ভেঙ্গে যাবে। নিত্য নতুন ফিতনার জোয়ার আসবে যাবে, কাজেই! হে আমার বোন! মনের ঘরে এখনই লাগাম দিতে হবে। টিভি, ইন্টারনেট, পেপার-পত্রিকার পাতায় নতুন নতুন ক্র্যাশ আসবে, যাবে। এগুলি থেকে নিজেদেরকে হিফাযত করতে হবে। মহান আল্লাহ্ মা ও বোনদের জন্য ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা সহজ করে দিন, আমিন।

নারীদের পাশাপাশি গ্রাম্য অশিক্ষিত বেদুইন লোকেরা মূর্খতার কারণে এবং দাজ্জালের পরিচয় সম্পর্কে তাদের ইলম না থাকার কারণে তার অলৌকিক ক্ষমতা দেখেই ফিতনায় পড়ে যাবে। মূলত দু'টি বিভ্রান্তির উপর ভিত্তি করে অজ্ঞ, জাহিল, গ্রাম্য লোকেরা দাজ্জালের আনুসারী হবে। এক, অলৌকিকত্ব বা কারামত দেখে। দুই, ওলী বা কোনো মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক শক্তি থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করার কারণে। নির্ভেজাল তৌহিদের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এ দু'টি বিশ্বাস ব্যাপকহারে ছড়িয়ে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রায়ই নতুন নতুন 'ওলী বাবা' বের হয়। কারামতের গল্প শুনে লক্ষ লক্ষ মুসলিম এদেরকে 'অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওলী' বলে বিশ্বাস করে। সাজদা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ইত্যাদি ইবাদতে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। এ সকল 'ক্ষুদ্র দাজ্জালের' ভক্তগণ বিশ্বাস করে যে, ঝড়-বৃষ্টি, ধন-সম্পদ, জীবন-মৃত্যু সবই তাদের বাবা বা গুরুর ইচ্ছাধীন।

এ সকল 'ক্ষুদ্র দাজ্জাল' মহা দাজ্জালকে গ্রহণ করার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। যারা ছোট দাজ্জালদেরকে 'কারামতের গল্প' শুনেই মেনে নিচ্ছেন, স্বভাবতই 'কানা দাজ্জাল'-এর মহা 'কারামত' দেখে তাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিবেন। এমনকি যারা ছোট দাজ্জালদের বিশ্বাস করেনি তারাও কানা দাজ্জালের মহা 'কারামত' দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের গভীর ঈমান এবং মহান আল্লাহর তাওফীক ও রহমতই মুমিনকে এ ফিতনা থেকে রক্ষা করবে।[৫]

দাজ্জালের অনুসারীদের মধ্যে তুর্কী লোকেরা থাকবে। তাদের চেহারা হবে চ্যাপ্টা বা স্ফীত ঢালের মত।[৬] তাদের মুখের সামনে ঢাল থাকবে নাকি তাদের মুখই এমন থাকবে আল্লাহু আ'লাম। তাদের পায়ে থাকবে পশমের জুতা। এর দ্বারা প্রতীয়মান যে তুর্কীরা দাজ্জালের অনুসারী এবং সহযোগী হবে, আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।[৭]

অনারবদের কিছু লোক দাজ্জালের অনুসারী হবে। ক্বিয়ামতের আগে খুয ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ হবে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চেপ্টা, চোখ ছোট এবং জুতা পশমের।[৮] কিরমান ইরানের একটি নগরীর নাম। বর্তমানে ইরানের জনসংখ্যার দিকে থেকে এর অবস্থান দশম। উল্লেখ্য, ইরান, তুর্কি এবং ইজরাঈল – তিনটি বড় অনারব দেশ।
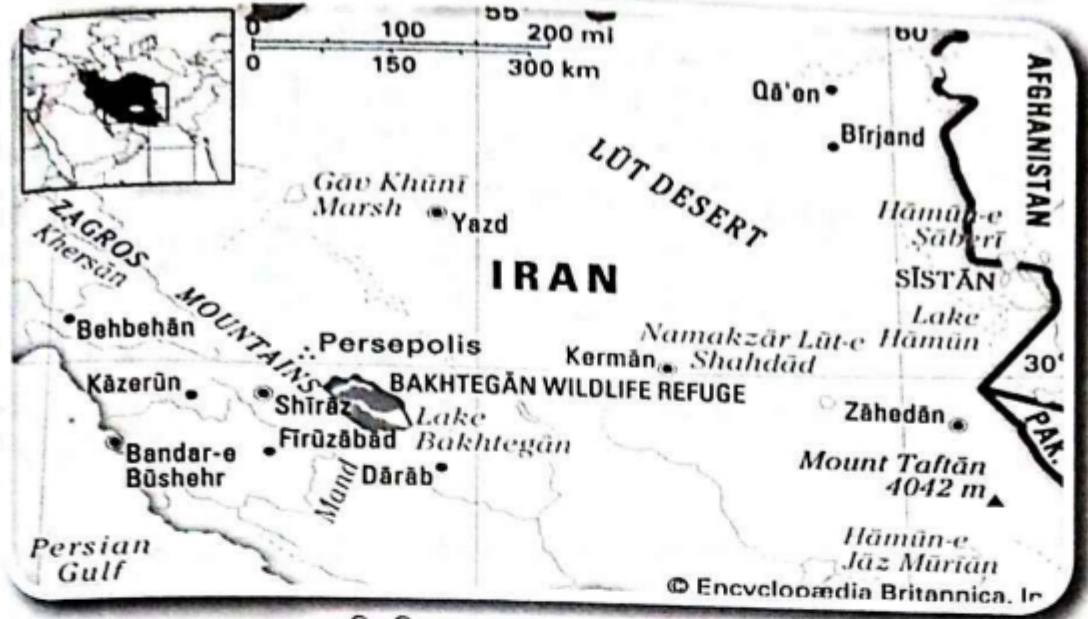
ছবিঃ কিরমান (Kerman) নগরী, ইরান।

এছাড়াও মদিনার কাফির মুনাফিক্ব সেখানে থেকে বের হয়ে দাজ্জালের দলে যোগ দেবে। দাজ্জাল মদিনার এক পার্শ্বে অবতরণ করবে। এ সময় মদিনা তিনবার কেঁপে উঠবে। তখন সকল কাফির ও মুনাফিক্ব বের হয়ে তার নিকট চলে আসবে।(৯) অর্থ্যাৎ এই তিন কম্পনের মাধ্যমে মদিনা থেকে কাফির ও নিফাক্বগ্রস্থ সকলেই বের হয়ে আসবে। অনেক সময় মা-খালারা চালুনিতে চাল রেখে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ভাল চাল থেকে কালো চাল আলাদা করে থাকেন। এখানেও প্রায় একই রকমের ঘটনা ঘটবে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ভূমিকম্পের মাধ্যমে মদিনার মাটি কাফির ও মুনাফিক্ব থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ভাল থেকে মন্দ আলাদা হয়ে যাবে। মিথ্যুক দাজ্জাল আর সত্যবাদী ঈমানদারদের দল আলাদা হয়ে যাবে। হক্ব আর বাতিল আলাদা হয়ে গেলে মদিনায় তখন অবস্থান করবে ঈমানদারগণ এবং তাওহীদবাদীগণ। তাদেরকে দাজ্জাল কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তার দলে ভিড়াতে পারবে না। মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত।

তথ্যসূত্র:

১। সহীহ মুসলিম, হাদীসঃ ৭৫৭৯
২। মু'জাম আল ওয়াজিয, পৃঃ ৩৯৩
৩। মুসনাদে ইমাম আহমদ। আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন।
৪। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নংঃ ৫৩৫৫, হাদীসের মান সহিহ। মারিক্বানাত হল তাইফ থেকে বয়ে আসা মদিনার একটি উপত্যাকা। উহুদ ময়দানে শহীদ হওয়া সাহাবা আজমাইন (রাঃ) – দের কবরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। বিস্তারিত মু'জাম আল বুলদান (৪/৪০১) দ্রষ্টব্য।
৪। সহীহ বুখারী (ইফাঃ), হাদীস, ৪৮৫১
৫। সূত্রঃ আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহঃ)।
৬। সুনান আত-তিরমিযী
৭। ইবনে কাসির (রহঃ) আন-নিহায়াহ আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, ১/১১৭,
৮। সহিহ বুখারী, অধ্যায়, ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী, বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাঃ)
৯। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭১২৪,তাওহীদ পাবলিকেশন।

দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?

আমাদের মনে প্রশ্ন আসে দাজ্জাল কতদিন দুনিয়াতে অবস্থান করবে? তার ভয়াবহ ফিতনা কতদিন বিরাজ করবে? তার হাত থেকে কী মানুষ রেহাই পাবেনা? একই প্রশ্ন সাহাবা আজমাইন (রাঃ) – এর মাথায় ঘুরপাক খেত। তারা রাসূল (সাঃ) - কে জিজ্ঞেস করেছেন, দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেছেন, সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। যার প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত দীর্ঘ। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো (৩৭ দিন) দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন, যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি একদিনের সলাতই যথেষ্ট হবে? উত্তরে নবীজি (সাঃ) বললেন, না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে সলাত আদায় করবে পড়বে।[১]

সুবহানাল্লাহ! সাহাবাগণ (রাঃ) দাজ্জালের প্রথম দিন এক বছরের সমান হওয়ার খবর শুনে সর্বপ্রথম সলাতের চিন্তা করেছিলেন। সলাত কিভাবে আদায় করবেন সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। অন্যকোন চিন্তা তাদের মাথায় আসেনি। সর্বপ্রথম সলাতের চিন্তা মাথায় এসেছিল। সলাত বান্দার মুক্তির পথ। দুনিয়া এবং আখিরাত, উভয় জীবনেই। আমাদেরও মাথায় প্রশ্ন আসে তখন সলাত কিভাবে আদায় করব? রাসূল (সাঃ) ১৪০০ বছর আগেই সমাধান টেনে দিলেন। তিনি আন্দাজ করে পড়তে বললেন। আমরা অনেক সময় এরোপ্লেনে করে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে করে থাকি। তখন সময় নিয়ে ঝামেলায় পড়ি। তখন কিন্তু অনুমান করে সলাত আদায় করে নেই। দাজ্জালের সেই একটি বছর এভাবেই অনুমান করে সলাত আদায় করে নিতে হবে। রাসূল (সাঃ) অনুমান করেই সলাত আদায় করতে বলেছেন।

মা আইশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, ফিরিশতারা আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে আসমান থেকে মেঘের আড়ালে অবতরণ করেন। আসমানে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তারা সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। শয়তান এসব বিষয় গোপনে চুরি করে শোনে এবং এগুলো গণকদের পর্যন্ত শুনিয়ে দেয় এরপর গণকরা নিজেদের পক্ষ থেকে এর সাথে অসংখ্য মিথ্যা যুক্ত করে।[৩]

ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারটাও ঠিক এরকম। সে হয়ত জ্বীনের কাছ থেকে পুর্ণাংগ শব্দ 'দুখান' পায়নি। সে কারনেই আংশিক বলতে পেরেছে। এমন হতে পারে পূর্নাঙ্গ শব্দটি শোনার আগেই উল্কাপিন্ড শাইত্বন জ্বীনের দিকে ধেয়ে আসছিল বিধায় সে যতটুকু শুনেছিল ততটুকুই ইবনু সাইয়াদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলা আসমানের তারকারাজিকে তিনটি কারণে সৃষ্টি করেছেন-

১. দুনিয়ার আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য।

২. শয়তানের জন্য ক্ষেপাণাস্ত্রস্বরূপ।

> আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহ ইরশাদ করেন,
>
> وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا
> رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾
>
> "আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।" [৪]

৩. পথ প্রদর্শনের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> وَعَلَٰمَٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾
>
> "এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।"[৫]

বলে রাখা ভাল, এ তিনটি কাজ ছাড়া তারকারাজিকে অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা নিষেধ। যেমন তারকা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা, তারকা দ্বারা বিয়ে শাদী, সুলক্ষণ-কুলক্ষণ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

ইবনু সাইয়াদ এভাবেই শাইত্বন জ্বীনদের সাথে যোগাযোগ রাখত। মানুষের গোপন বিষয়াদি বলে দিত। তবে তা নির্ভর করত তার কাছে আসা জ্বীনদ্বয় কতটা স্পষ্টভাবে তার কানে পৌঁছে দিতে পারে। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

একদিন নবী কারীম (সাঃ) ও সাহাবা উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) একটি খেজুর বাগানে গেলেন। সেখানে ইবনু সাইয়াদ অবস্থান করছিল। ওখানে গিয়ে নবী কারীম (সাঃ) একটি খেজুর বৃক্ষের পেছনে লুকাতে চাইলেন। যাতে তার অজান্তেই তার কিছু কথা শুনতে পান। ইবনু সাইয়াদ তখন চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে ছিল। চাদরের ভিতর থেকে কি যেন গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসছিল। এমন সময় ইবনু সাইয়াদের মা এসে রণেভঙ্গ দিলেন। নবী কারীম (সাঃ) - কে খেজুর বৃক্ষের পেছনে লুকানো দেখে ইবনু সাইয়াদকে বলল, হে সাফী! ওই তো মুহাম্মাদ এসে গেছে! এ কথা শোনামাত্রই ইবনু সাইয়াদ তার গুনগুন আওয়াজ বন্ধ করে দিল। নবী কারীম (সাঃ) তখন বললেন, ওর মা এসে যদি বাধা না দিত তাহলে সে আজ তার আসল চেহারা উন্মুক্ত করে দিত।

এ ঘটনার পর যখন নবী কারীম (সাঃ) ভাষণ দেয়ার জন্য লোক সম্মুখে দাঁড়ালেন তখন আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে দাজ্জালের আলোচনা তুলে ধরলেন। বললেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করছি। নূহ (আঃ) এর পর এমন কোন নবী আবির্ভূত হননি যিনি স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। এমনকি নূহ (আঃ) ও দাজ্জাল বিষয়ে স্বীয় জাতিকে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তোমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বর্ণনা করব যা ইতিপূর্বে কোনো নবী বর্ণনা করেননি। জেনে রেখো! দাজ্জাল এক চোখ কানা হবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কানা নন।[৬]

এই হল রাসুল (সাঃ) – এর সাথে ইবনু সাইয়াদের কথোপকথন এবং মুলাকাতের বিভিন্ন ঘটনা। রাসূল (সাঃ) তাকে বিভিন্নভাবে পরখ করেছেন। তাকে বুঝতে চেয়েছেন। সে দাজ্জাল কী না সে ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু নিজে থেকে তিনি কখনও মুখ খোলেননি। শেষ অবধি রাসূল (সাঃ) এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলে যাননি। এমনকি উমার (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করে ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল বললেও রাসূল (সাঃ) নিশ্চুপ থেকেছেন, তার কথাকে অস্বীকার করেননি।(৭) রাসূল (সাঃ) তার বক্তব্যকে নাকচ করেও দেননি আবার হ্যাঁসূচক কিছুও বলেননি। এর তিনটি কারণ থাকতে পারে - এক, রাসূল (সাঃ) – তার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি, দুই, তার কাছে ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হয়নি; তিন, তখনও তামীম আদ-দারী মারফৎ অজানা দ্বীপে দাজ্জাল শিকলাবদ্ধ থাকার খবর এসে পৌঁছেনি। শেষ অবধি নবী কারীম (সাঃ) ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাননি।

তবে, সাহাবাদের চেহারার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, দাহইয়া কালবী দেখতে জিবরীল (আঃ) - এর মত, উরওয়া ইবনে মাস'উদ সাকাফী দেখতে ঈসা ইবনে মারইয়াম - এর মত এবং আব্দুল উয্যা ইবন কাতান দেখতে দাজ্জালের মত।[৮] এখানেও ইবনু সাইয়াদের চেহারার ব্যাপারে তিনি কিছু বলে যাননি।

ইবনু সাইয়াদকে নিয়ে সাহাবা (রাঃ) আজমাঈন-দের মতামত

ঘটনা – ১

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করে এ কথা বলেছেন যে, "ইবনু সাইয়াদ-ই হল দাজ্জাল।"

বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আল্লাহর নামে শপথ করে এ কথা বলছেন? তিনি বললেন, আমি উমার (রাঃ) কে – নবী (সাঃ) - এর নিকট শপথ করে এ বিষয়ে শপথ করতে শুনেছি। তখন নাবী (সাঃ) তার এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেননি।[৯]

অর্থ্যাৎ আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) – তাকে বাঁধা দেননি। তাকে থামিয়ে দেননি। আবার তাকে সত্যায়নও করেননি, সমর্থনও দেননি। নিরাবতা সমর্থন কী না? তা-ও বোধগম্য হয়নি। আমরা জানি, দাজ্জাল শব্দের অর্থ প্রতারক বা মিথ্যুক। সেই অর্থে ইবনু সাইয়াদ ক্ষুদ্র দাজ্জাল। হতে পারে সে কারণেই রাসূল (সাঃ) কিছু বলেননি। রাসূল (সাঃ) দ্বীপে আটকে থাকা দাজ্জাল নিয়ে সরব থাকলেও ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারে বরাবর নিরবই থেকেছেন। অথবা তখনও নির্জন দ্বীপে শিকলে আবদ্ধ থাকা দাজ্জালের খবর রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবা কিরামগণের কাছে পৌঁছাইনি। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

ঘটনা – ২

উমার (রাঃ) – এর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, ইবনু সাইয়াদের সাথে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার সাক্ষাতের পর আমি জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বলেন যে, ইবনু সাইয়াদ-ই দাজ্জাল? জবাবে সে বলল, আল্লাহর শপথ, কখনো না। আমি বললাম, তাহলে তো আমাকে মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহর কসম! আপনাদের জনৈক ব্যক্তি তো আমাকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছে যে, সে মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সে আপনাদের মধ্যে সর্বাধিক

বিত্তশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হবে। আজ তো অনুরূপই হয়েছে। অতঃপর ইবনু সাইয়াদ আমাদের সাথে আলোচনা করল। এরপর আমি তাকে ছেড়ে চলে আসলাম।

ইবনু সাইয়াদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) – এর আরেকবার সাক্ষাৎ হয়। তখন ইবনু সাইয়াদের চোখ ফুলে উঠেছিল। তিনি তাকে বললেন,

- "তোমার চোখের এ অবস্থা কখন হল?" সে বলল,
- "আমি জানিনা।" আমি বললাম,
- "সেটি তোমার মাথায়ই রয়েছে অথচ তুমি জান না?" অতঃপর সে বলল,
- "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার এ লাঠিতেও তিনি চোখ পয়দা করে দিতে পারেন।"

এরপর সে গাধার মত বিকট এক আওয়াজে চিৎকার করে উঠল। ইবন উমার (রাঃ) তার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা তাকে প্রহার করলেন। এর ফলে লাঠিটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। অবাক করা বিষয় হল, ইবনু উমার (রাঃ) আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছেন, "সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না।"[১০]

অর্থ্যাৎ ইবনু সাইয়াদকে লাঠিপেটা করার ঘটনা আদ্যোপান্ত কিছুই তার মনে নেই। তার সঙ্গের এক সাথী তাকে অবহিত করেছিলেন যে, তিনি ইবনু সাইয়াদকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) তার বোন, আমাদের আম্মাজান হাফসা (রাঃ) এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। একথা শুনে তিনি বললেন, ইবনু সাইয়াদের নিকট তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি কি জান না যে, তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কারো প্রতি ক্রোধই প্রথমে দাজ্জালের প্রথম প্রকাশ ঘটবে।"

আরেক বর্ণনায় এসেছে, মদিনার কোন রাস্তায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) ইবনু সাইয়াদের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাকে এমন কিছু কথা বলেন, যার ফলে সে রাগে ফুলতে থাকে। সে এমন ফুলল যে, সমগ্র গলি যেন পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর ইবনু উমর (রাঃ) হাফসা (রাঃ) এর নিকট গেলেন। তাঁর কাছে এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। ইবনু সাইয়াদের কাছে তোমার এমন কি প্রয়োজন ছিল? তুমি কেন তাকে খোঁচা দিতে গেলে? তুমি কি জানো না যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণেই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।"[১১]

এই কয়েকটি ঘটনা থেকে আরো কিছু তথ্য পাওয়া গেল। ইবনু সাইয়াদকে নিয়ে ইবনু উমার (রাঃ) এবং জনৈক লোকের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গিয়েছে। দুজনেই

নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে আল্লাহর কসম খেয়েছেন। আবার ইবনু সাইয়াদের চোখ ফুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। যেমনটি দাজ্জালের চোখও ক্রটিযুক্ত থাকবে। আম্মাজান হাফসা (রাঃ) তো ইবনু সাইয়াদের দেহ ফুলে যাওয়ার ঘটনা শুনে ইবনু উমার (রাঃ) – কে সতর্ক করে বলেই দিলেন, তুমি কেন তাকে খোঁচা দিতে গেলে? দাজ্জাল তো কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হয়েই প্রকাশ পাবে। অর্থ্যাৎ তারা সকলেই ইবনু সাইয়াদের কার্যকলাপ, তার হাভভাব, তার লক্ষণসমূহ ইত্যাদি দেখে সন্দেহ করত যে সেই দাজ্জাল। কিন্তু কোন আল্লাহর নবী (সাঃ) কিছু বলে যাননি বিধায় সুনির্দিষ্টভাবে তা বলতে পারত না।

ঘটনা – ৩

এই ঘটনাটি প্রখ্যাত আনসার সাহাবা আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হজ্জ্ব বা উমরাহর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের সাথে ছিল ইবনু সাইয়াদ। অতঃপর এক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। লোকেরা এদিক-ওদিক চলে গেল। কেবল আমি এবং সে রয়ে গেলাম। লোকেরা ইবনু সাইয়াদ সম্পর্কে যে কথা বলাবলি করছে, এ কারণে আমি তার থেকে ভীষণ একাকীত্ব (আতংক)-বোধ করছিলাম। তিনি বলেন, সে তার মাল-পত্র আমার মালের সাথে এনে রাখল। আমি বললাম, গরম খুব প্রচণ্ড। তুমি যদি তোমার মালামাল ঐ গাছের নীচে নিয়ে রাখতে। এ কথা শুনে সে তাই করল। অতঃপর আমাদের সামনে কতগুলো বকরী এল। এ দেখে ইবনু সাইয়াদ সেখানে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে এল। এরপর সে আমাকে বলল, হে আবূ সাঈদ। তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব প্রচন্ড। দুধও গরম। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, দুধ পান না করার কারণ এটাই ছিল যে, তার হাতে দুধ পান করা বা তার হাত থেকে দুধ গ্রহণ করা আমি পছন্দ করিনি।

এ দেখে ইবনু সাইয়াদ বলল, হে আবূ সাঈদ! লোকেরা আমার সম্পর্কে যে কথা কানাঘুষা করে বলছে, এ কারণে এখন আমার ইচ্ছা যে, আমি একটি রশি নিয়ে তা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই। অতঃপর সে বলল, হে আবূ সাঈদ! রাসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর হাদীস কারো নিকট লুক্কায়িত থাকলেও আনসার সম্প্রদায়ের নিকট তা লুকায়িত নয়। আর তুমি কি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর হাদীস সম্পর্কে তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত নও?

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কি বলেননি যে, দাজ্জাল কাফির হবে অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল সন্তানহীন হবে? অথচ মদিনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কি বলেননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদিনা থেকে এসেছি এবং মক্কা যাবার ইচ্ছা

সহীহ মুসলিমের এক হাদিসেও এরকম একটি বর্ণনা আছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল ইমাম শওকানী (রহঃ) - যারা ইবনু সাইয়াদকে দাজ্জাল বলেছেন তিনি তাদের পক্ষে।

৫। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) - এর মত -

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি তামীম আদ-দারী বর্ণিত ঘটনার জের ধরে বলেছেন, সে-ই (অজানা দ্বীপে শিকলাবদ্ধ বিশাল মানব) হল প্রকৃত দাজ্জাল, যে কিনা শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করবে, ইবনু সাইয়াদ দাজ্জাল নয়। বরং, ইবনু সাইয়াদ হল মিথ্যুকদের মাঝে এক বড় মাপের মিথ্যুক (দাজ্জাল)। এরকম মিথ্যুকের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্ববাণী করে গেছেন। কিয়ামতের আগে ত্রিশজন ভন্ড নবী আসবে, তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নবী দাবী করবে। তারাও মিথ্যুক বা দাজ্জাল (ছোট দাজ্জাল)। ইতিমধ্যে বেশীরভাগ মিথ্যুকেরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস এসেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিশজন নবী দাবী করা মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং সর্বশেষ জন হবে একচোখা মিথ্যুক।[১৮]

যারা ইবনু সাইয়াদকে দাজ্জাল বলেছেন তাদের কাছে হয়ত তামীম আদ-দারী বর্ণিত হাদিসটি পৌঁছেনি। তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে ইবনু সাইয়াদ এবং তামীম আদ-দারী বর্ণিত দাজ্জালের মধ্যে সামঞ্জস্য করা বেশ ঝামেলাপূর্ণ।

এটা কিভাবে সংগতিপূর্ণ যে, একই সাথে নবীযুগে একজন কৈশোরে পা দেওয়া বালক রাসূল (সাঃ) –এর সাথে সাক্ষাৎ করে, বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়ে আবার সে-ই (বালকটি) অজানা দ্বীপে শিকলাবদ্ধ একজন পূর্ণবয়স্ক দানবাকৃতির মানুষ হিসেবে অবস্থান করে এবং জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের মাঝে নিরক্ষরদের নবী এসেছে কি না?"

সুতরাং, এটাই উত্তম মত যে, যারা ইবনু সাইয়াদকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন তারা তামীম আদ-দারীর ঘটনার সাথে পরিচিত নন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - এর আল্লাহ্‌র নামে ক্বসম খাওয়ার ঘটনাটি খুব সম্ভবত তামীম-আদ-দারীর ঘটনা শোনার আগে ঘটেছিল এবং শোনার পর তিনি ক্বসম থেকে ফিরে এসেছিলেন। আর জাবির (রাঃ) আল্লাহর নামে ক্বসম খেয়েছিলেন, কেননা তিনি দেখেছিলেন, আল্লাহ্‌ রাসূল (সাঃ) - এর সামনে উমার (রাঃ) - কে আল্লাহ্‌র নামে ক্বসম খেতে।[১৯]

তবে, জাবির (রাঃ) তামীম আদ-দারীর হাদীসটি বর্ণনাকারীর একজন। ঐ হাদীসটি আবু দাউদে স্থান পেয়েছে। সেখানে জাবির (রাঃ) আল-জাসসাসাহ এবং দাজ্জালের দ্বীপে থাকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেটা তামিম আদ-দারীর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। ওদিকে ইবনু আবু সালামাহ বলেন, নিশ্চয়ই জাবির (রাঃ) থেকে

একটি হাদিস পাওয়া যায় যার কিছু অংশ আমার মনে নেই। অতঃপর তিনি বলেন, জাবির (রাঃ) সাক্ষ্য দেন যে, ইবনু সাইয়াদই দাজ্জাল। তখন আমি তাকে বললাম,

- "সে তো মারা গেছে।"
- 'যদিও সে মারা যায়।'
- "সেতো ইসলাম গ্রহণ করেছে"।
- 'যদিও সে ইসলাম গ্রহণ করে।'
- "সেতো মদিনায় প্রবেশ করেছে"
- 'যদিও সে মদিনায় প্রবেশ করে'।[২০]

এই হাদীসটি তাদেরকে ভুল প্রমাণ করে, যারা বলতেন জাবির (রাঃ) তামীম আদ-দারী বর্ণিত জাসসাসাহ ও দাজ্জালের হাদিসটি জানতেন না।[২১] জাবির (রাঃ) তামীম আদ-দারীর বর্ণনা জানার পরেও ইবনু সাইয়াদকে দাজ্জাল বলেছেন। সুতরাং, জাবির (রাঃ) ইবনু সাইয়াদকে দাজ্জাল বলার ব্যাপারে অনড় থেকেছেন। যদিও ইবনু সাইয়াদ ইসলাম গ্রহণ করে, মদিনায় প্রবেশ করে, এবং মৃত্যু বরণ করে। জাবির (রাঃ) – থেকে অন্য এক সহিহ বর্ণনায় এসেছে, "ইবনু সাইয়াদ আল-হাররাহ – এর যুদ্ধে হারিয়ে যায়।[২২]

৬। হাসান ইবন আব্দুর রহমান (রহ.) বলেন –
যখন আমরা ইস্পাহান বিজয় করি তখন আমাদের সেনাকেন্দ্র এবং ইয়াহুদিয়া এলাকার মাঝে এক ফারসাখ (৫.৮ কি.মি./ ৩ মাইল) পরিমাণ দূরত্ব ছিল। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রায়ই ইয়াহুদিয়া এলাকায় যাতায়াত করতাম। একদিন আমি সেখানে গিয়ে দেখি, ইহুদীরা তবলা বাজিয়ে নেচে গেয়ে উৎসব পালন করছে। ওখানে আমার পরিচিত এক ইহুদী ছিল। তাকে গিয়ে উৎসব পালনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আজ আমাদের মুক্তিদাতা মহান সম্রাটের আগমন হবে, যার নেতৃত্বে আমরা পুনরায় আরবদের উপর বিজয় অর্জন করব। তার উত্তর শুনে আমি সে রাত্রিটি পাশের পাহাড়ের উঁচু একটি টিলার উপরে কাটালাম। যখন ভোর হয়ে সূর্যোদয় হলো তখন আমাদের সেনাকেন্দ্রের দিক থেকে ধুলাবালি উড়তে দেখা গেল। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছে, যার পরনে রাইহান সুগন্ধিযুক্ত পোশাক ছিল। ইহুদীরা তখন আরো বেশি নাচনাচি করছিল। কিছুটা নিকটে আসার পর যখন আমি লোকটাকে ভাল করে প্রত্যক্ষ করলাম তখন দেখি; সে হল ইবনে সাইয়াদ। এরপর সে ইয়াহুদিয়া এলাকায় প্রবেশ করে। এখন পর্যন্ত সে ওখান থেকে ফিরে আসেনি।[২৩]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, জাবির (রাঃ) - এর তথ্য মোতাবেক, ইবনু সাইয়াদকে হাররাহ – এর যুদ্ধে হারিয়ে ফেলার ঘটনা এবং হাসান ইবনু আব্দুর রহমানের তথ্যের মধ্যে মিল নেই। এ দুইটি বর্ণনা মানানসই নয়। ইস্পাহান বিজয় হয়েছিল উমার (রাঃ) এর খিলাফতের সময়, যার বর্ণনা এসেছে আবু নুয়াইমের তারিখে।

উমার (রাঃ) এর মৃত্যু আর মুসাইলামার বিরুদ্ধে হাররাহ -এর যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে চল্লিশ বছর। তবে এই দুইটি ঘটনার মীমাংসা ঘটানো যেতে পারে কেননা ইস্পাহানের ঘটনার স্বাক্ষী ছিলেন হাসানের পিতা। কেননা, তিনি বলেন, "যখন আমরা ইস্পাহান বিজয় করি' -এই কথা দ্বারা সময় নির্ধারণ করা যায় না।[২৪]

আশ্চর্যের বিষয় হল, দাজ্জাল যে স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে ইবনু সাইয়াদ সেই ইয়াহুদিয়া এলাকাতেই গা ঢাকা দিয়েছে। এই বিষয়টা বেশ চাঞ্চল্যকর। তাহলে কী ইবনু সাইয়াদই দাজ্জাল?

৭। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইয়িমিয়াহ (রহঃ) – এর মত –

কিছু সাহাবা (রাঃ) – এর কাছে ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারটা ঝামেলাপূর্ণ, যারা মনে করতেন ইবনু সাইয়াদ-ই দাজ্জাল। নবী করিম (সাঃ) তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলেন, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে সে দাজ্জাল নয়। বাস্তবিকপক্ষে সে ছিল ভাগ্যগণনাকারী এবং শাইত্বান জ্বিনের দ্বারা আক্রান্ত এক ব্যক্তি। সে কারণেই তিনি (সাঃ) তার কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে পরীক্ষা করেছিলেন।[২৫]

৮। মুফাসসেরে কুর'আন আল্লামা ইবনু কাছির (রহঃ) – এর মত –

এটা প্রতীয়মান যে সে জামানায় যে দাজ্জাল আসবে ইবনু সাইয়াদ সেই দাজ্জাল নয়। কেননা ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) – এর হাদীসটি এই মতপার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে দেয়।[২৬] অর্থ্যাৎ অজানা দ্বীপে শিকলে আবদ্ধ থাকা ব্যক্তিটিই হল দাজ্জাল।

প্রিয় পাঠক! এই হল ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারে সালাফগণ ও বিশেষজ্ঞগণদের ইখতিলাফি মতামত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবার কাছে যার যার দলিল থাকা সত্ত্বেও ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী এবং অসঙ্গত। এ কারণে ইবন হাজার (রহঃ), ইবনু সাইয়াদের ব্যাপারে সকল মতামত একসাথে করে একটা চূড়ান্ত উপসংহার টানার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী যাকে অজানা দ্বীপে শিকল পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন সেই হল আসল দাজ্জাল। আর ইবনু সাইয়াদ হল শাইত্বন যে রাসূল (সাঃ) -এর যুগে দাজ্জালের রূপ ধারণ করেছিল। অবশেষে ইস্পাহানে সে তার শাইত্বন বন্ধু 'ক্বারিন" -এর সাথে হারিয়ে গেছে। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তার নির্ধারিত সময়ে সে সেখান থেকে বের হয়ে আসবে।

তবে এখানেও প্রশ্ন থেকেই যায়। কেননা, ঈমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, ইবনু সাইয়াদ রাসূল (সাঃ) -এর মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তার পিতা ছিল ইয়াহুদি। তার একচোখ ত্রূটিযুক্ত ছিল। অতঃপর রাসূল (সাঃ) -এর ওফাতের পর সে মুসলিম হয়েছিল। সুতরাং সে ছিল একজন তাবেঈ। সাহাবাদের পরবর্তী প্রজন্ম। ঈমাম যাহাবী (রহঃ) আরো বলেন, ইবনু সাইয়াদের এক সন্তানের নাম ছিল "ইমারাহ"। সে ছিল একজন বিশিষ্ট আলিম। সে ছিল তাবেঈ সাঈদ ইবন মুসাইবের সাথীবন্ধু। ঈমাম মালিক (রহঃ) তার কাছ থেকে বেশকিছু হাদীস বর্ণনা করেন।[২৭]

ইত্যাদি প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে দাজ্জাল তার আগ্রাসন চালিয়ে যাবে। তার ফিতনা এতটাই ভয়াবহ ও খতরনাক হবে যে একজন খাঁটি ঈমানদার মানুষও তার সামনে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাবে। খেই হারিয়ে ফেলবে। ঈমান হারিয়ে বেঈমান, মুরতাদ হয়ে যাবে। তার দলে যোগ দিয়ে আরাম-আয়েশী জিন্দেগী ভোগ করতে থাকবে। তার যুহুদ, তার দ্বীনদারিত্ব, তার আল্লাহভীতি নিমিষেই ধুলোয় মিশে যাবে।

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার মত ভয়াবহ ফিতনা আর হবে না। বেঈমানরা হবে তার সঙ্গী-সাথী। আর ঈমানদাররা হবে তার দুশমন ও ফিতনার লক্ষ্যবস্তু। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিবেন। তার এই ক্ষমতা বলে সে এমন সব অভুতপূর্ব ফিতনা ছড়াবে যে সমগ্র মানবজাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। এমনকি সমাজের সবচাইতে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিটিও হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। সে মানুষের অন্তর নিয়ে খেলবে, খেলবে বিশ্বাস নিয়ে। ললাটে কাফির লেখা থাকলেও সে নিজেকে "প্রভু" দাবী করবে। লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। মানুষ এতটাই অন্ধ হবে যে দিক্বিদিক ভুলে তার এই ধোঁকাতেই পা দিবে। মানুষ তাকে প্রভু হিসেবে মেনে নিবে। মেনে নিবেই না কেন? আল্লাহ্র যেমন আওলাদ নেই তারও তেমন আওলাদ নেই। আল্লাহ্ যেমন পুনরুত্থান ঘটাবেন, দাজ্জালও তেমনি পুনরুত্থান ঘটাবে। আল্লাহ্ যেমন বান্দার জন্য জান্নাত - জাহান্নামের ব্যবস্থা রেখেছেন, দাজ্জালের সাথেও থাকবে জান্নাত-জাহান্নাম। তবে, এত এত অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সত্বেও সে তার নিজের অন্ধ চোখ ঠিক করতে পারবে না। বোকা মানুষ হক্ব ও বাতিল আলাদা করার জন্য দৃশ্যমান এই সামান্য ব্যাপারটাও বুঝবে না। যে লোক নিজের অন্ধ চোখকে ঠিক করতে পারেনা, সে আবার কিসের প্রভু? আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) – এই জন্যই সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, সে হবে অন্ধ, তোমাদের রব অন্ধ নন। অথচ মানুষ সবকিছু ভুলে ও গুলে খেয়ে তার ফিতনায় ডুবে যাবে। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।[১]

দাজ্জাল হল যাদুকরদের যাদুকর, প্রতারকদের প্রতারক, ভেল্কিবাজদের ভেল্কিবাজ, ধোঁকাবাজদের ধোঁকাবাজ, মিথ্যুকদের মিথ্যুক। তার ফিতনা হবে দুনিয়াব্যাপী। সে বাতাসে ভেসে চলা মেঘের গতিতে পৌঁছে যাবে প্রতিটি দেশে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি অঞ্চলে, প্রতিটি হাট-বাজারে, প্রতিটি গাও-গ্রামে। সে মানুষকে জান্নাত আর জাহান্নামের লোভ দেখাবে। অথচ তার জান্নাত হবে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হবে জান্নাত। তার সাথে থাকবে পানির ঝর্ণাধারা এবং রুটির পর্বতমালা। সে আকাশকে আদেশ করবে বৃষ্টি নামাতে, আকাশ তখন বৃষ্টি নামাবে। সে জমিনকে আদেশ করবে ফসল ফলাতে, জমিন ফসল ফলাবে। দুনিয়ার তাবৎ অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, মণিমুক্তা, সোনা-রূপার বহর সঙ্গে নিয়ে সে মেঘের গতিতে দুনিয়া চষে বেড়াবে।

প্রিয় পাঠক! একবার ভাবুন, একবার এই চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরে চিন্তা করুন, মানুষ কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করবে? আপনি আমি কেনই বা তাকে ফিরিয়ে দিব? আমাদের ঈমান কি এতটা মজবুত? আমরা সামান্য দুনিয়ার মোহ ও লোভে পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ঠিকমত আদায় করতে পারিনা। সলাতকে বলি কাজ আছে, আর কাজকে বলি না যে সলাত আছে। দুনিয়ার সামান্য মোহ, টাকা পয়সার লোভে যদি আমাদের ঈমান বিকিয়ে দেই, তাহলে দাজ্জালের প্রস্তাব তো সেখানে মেঘ না চাইতেই ঝড়। কোন রকমের পরিশ্রম ছাড়াই মানুষ অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, মণিমুক্তা, সোনা-রূপার মালিক হয়ে যাবে। দাজ্জালের অনুসারীরা দুনিয়াতেই জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে। যে ঈমান আমাকে সলাত আদায় করাতে পারেনা, যে ঈমান আমাকে অধিক মুনাফার আশায় সূদের চোরাগলি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা, যে ঈমান আমাকে অফিস-আদালত, কল-কারখানা, দোকান-পাট ফেলে মাসজিদমুখী বানাতে পারেনা, সেই ঈমান আমাকে কিভাবে দাজ্জালের আকর্ষণীয় ও লোভনীয় প্রস্তাব থেকে দূরে রাখবে? দুনিয়ার লোক কি খায় জানি না, শোনা যায়, বাঙ্গালী মাগনা পেলে আলকাতারাও খায়।

❑ দাজ্জালী ফিতনার রূপরেখা

একদিন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও নিচু হয়ে যাচ্ছিল, কখনও উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর বক্তব্যের ধারায় সাহাবাদের মনে ধারনা জন্মাল, দাজ্জাল খেজুর বাগানের মধ্যে আছে। পরে সন্ধ্যায় যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) – এর খেদমতে হাজির হল, তখন তিনি তাদের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আপনার স্বর কখনও নিচু হচ্ছিল, কখনও উঁচু হচ্ছিল। এতে আমাদের মনে ধারনা জন্মাল, দাজ্জাল বোধ হয় খেজুর বাগানে আছে। উত্তরে নবীজি (সাঃ) বললেন, 'ও যদি আমার উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তোমাদের পক্ষে আমিই যথেষ্ট হব। আর যদি আমার পরে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে আপন আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের হিফাজতকারী।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন -
দাজ্জাল তরতাজা যুবক হবে। তার চোখ বোজা থাকবে। সে আব্দুল উযযা ইবন কাতান এর মত হবে। তোমাদের যেই তাকে পাবে, সেই যেন সূরা কাহফের প্রথম দিককার ক'টি আয়াত পাঠ করে। ইরাক ও শামের মধ্যখানে যে রাস্তাটি আছে, সে ঐ পথে আত্মপ্রকাশ করবে। সে ডানে বাঁয়ে বিপর্যয় ও অরাজকতা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগন, তোমরা দাজ্জালের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থেকো'।

সাহাবা (রাঃ) আজমাঈন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে সে কতদিন থাকবে? নবীজি (সাঃ) উত্তর করলেন, 'চল্লিশ দিন। প্রথম একটি দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের সমান হবে। তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মত হবে'।

তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, তার ভ্রমনের গতি কেমন হবে? আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, 'সেই বৃষ্টির মত, বাতাস যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে একটি সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে তাকে রব মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে। তারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে যা যা বলবে, সব মেনে নেবে। ফলে দাজ্জাল (তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে) আকাশকে আদেশ করবে, ফলে বৃষ্টি হবে। সে মাটিকে আদেশ করবে, ফলে মাটি ফসল উৎপাদন করে দেবে। সন্ধ্যার সময় যখন তাদের পশুপাল ফিরে আসবে, তখন (পেট ভরে খাওয়ার কারণে) তাদের চুটগুলো উত্থিত থাকবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ হবে। তাদের পাগুলো (বেশি খাওয়ার ফলে) ছড়ানো থাকবে।

তারপর দাজ্জাল অপর একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকে তাকে রব মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে। কিন্তু তারা তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে, যার ফলে তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে পড়বে এবং ধন সম্পদ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

দাজ্জাল একটি অনুর্বর জমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তাকে আদেশ করবে, তুমি তোমার ধন ভাণ্ডার বের করে দাও। জমি তার ধনভাণ্ডারকে বের করে দিয়ে তার পেছনে এমনভাবে চলতে শুরু করবে, যেমন মৌমাছিরা তাদের রাণী মৌমাছির পিছনে চলে থাকে।

তারপর সে তাগড়া এক যুবককে ডেকে আনবে এবং তরবারির এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। খণ্ড দু'টি এত দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, লক্ষ্যে-ছোড়া-তীর যত দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এবার দাজ্জাল তাকে (দুই টুকরো হয়ে যাওয়া যুবককে) ডাক দিবে। সঙ্গে সঙ্গে যুবক উঠে তার কাছে চলে আসবে। এই ধারা চলতে থাকবে। এরই মধ্যে আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে পাঠিয়ে দেবেন'।[২]

❑ দাজ্জালের যে সমস্ত ক্ষমতা দেখে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়বে

● দাজ্জালের সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম:
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আমি কি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন বিষয় বলব না, যা কোন নাবী তার ক্বওমকে আজ পর্যন্ত বলেননি? শোন, দাজ্জাল কানা

ফোঁটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে না। একটি শস্য-ও অঙ্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল ছায়াদার বস্তু ধ্বংস-মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা ও বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)।

এই ভয়াবহ ঘটনা শুনে সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন,
'সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে আল্লাহর রাসূল?'

প্রশ্নের উত্তরে নবীজি (সাঃ) বললেন,
"তিনি বললেন: '(তারা) তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে এবং ওগুলোই তাদের খাদ্যনালীতে প্রবাহিত হবে"। [১১]

কাজেই, একজন মুমিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দেখানো সুন্নাহ মোতাবেক আমল করলে, সলাতে তাশাহুদের শেষে সালাম ফিরানোর আগে দাজ্জাল থেকে বাঁচার দু'আটি পাঠ করলে, সূরা কাহাফ গভীরভাবে পাঠ করলে দাজ্জালের বিস্ময়কর ঘটনা দেখে কিছুতেই বিচলিত হবেনা। এতে সে হতাশ হয়ে বিভ্রান্তিতেও পড়বেনা বরং ঈমানের উপর অটল থাকতে পারবে ইন শা আল্লাহ্!
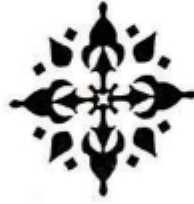
তথ্যসূত্র:

১। সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪১৭
২। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, সহিহ মুসলিম এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদিস।
৩। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয।
৪। শারহুন নববী লী মুসলিম। ঈমাম তাউস ইবন কায়সান, আল ইয়েমেনী আবু আব্দুর রহমান ছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ীদের একজন। তিনি পঞ্চাশজন সাহাবা (রাঃ)-দের সাথে সাক্ষাৎ-এর সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি চল্লিশবার হজ্জব্রত পালন করেন। ইবন উয়াইহনাহ (রহঃ) তার ব্যাপারে বলেন, তিন ব্যক্তি যারা শাসকের দরবার ত্যাগ করেছিলেন। তারা হলেন, আবু যর তার সময়ের শাসকের দরবার, তাউস তার সময়কার এবং সাওরী তার সময়কার। ঈমাম তাউস (রহঃ) ১০৬ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। বিস্তারিত 'তাহজিব আল তাহজিব' (৫/৮-১০) দ্রষ্টব্য।
৫। মাজমাউয- যাওয়ায়িদ (৭/৩৩৫), আল হায়সামী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন।
৬। সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪৩২১ , হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
৭। সহিহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
৮। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল সালাতুল মুসাফির,বাব সুরাতিল কাহফ ওয়া আয়াতুল কুরসি। বিস্তারিত শারহুন নববী লী মুসলিম।
৯। সূরা কাহাফ, আয়াত-১০২ (প্রথমাংশ)। বিস্তারিত শারহুন নববী লী মুসলিম (৬/৯৩)।
১০। মুস্তাদরাক আল হাকিম, (২/৩৬৮), সহীহ সনদে বর্ণিত। আলবানী সহিহ বলেছেন - সহিহ আল জামী আস-সাগীর, হাদীস নং ৬৪৭০।
১১। সুনানে ইবনে মাজাহ- ২/১৩৫৯ হাদিস ৪০৭৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৩২২

দাজ্জালের শেষ পরিণতি

দাজ্জালের শেষ পরিণতি হবে তার মৃত্যু। সে তো আর আল্লাহ্ নয়। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ তো হাইয়্যুল ক্বাইয়ুম, তথা চিরঞ্জীব এবং সবকিছুর ধারক। সহীহ হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) - এর হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। মাসীহ-আদ-দাজ্জাল নিহত হবে মাসীহ ইসা (আঃ) - এর হাতে।

এখানে খেয়াল করার বিষয় হল, ঈসা (আঃ) - এর ব্যাপারে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে, তাকে আল্লাহর পুত্র ভেবে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে দাজ্জাল নিজেকে প্রভু হিসেবে দাবী করে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। ভ্রান্তদের চোখে দুজনেই প্রভু, ইলাহ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঈসা (আঃ) - কে দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করার মাধ্যমে যাবতীয় সংশয় ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে দিবেন। যারা দাজ্জালকে প্রভু হিসেবে মানত তাদের যেমন ভুল ভাঙবে, ঠিক তেমনি যারা ইসা (আঃ) - কে আল্লাহর পুত্র মনে করত, তাকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল মনে করত তারাও সেদিন হক্ব চিনতে পারবে। সেদিন যাবতীয় ভ্রান্তি নিরসন হয়ে সত্যের বিজয় হবে আর মিথ্যার অবসান ঘটবে। এখানেই মহান আল্লাহর হিকমাহ প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহু আকবর কাবীরা!

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, মক্কা - মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। সত্তর হাজার ইয়াহুদী, তুর্কীরা, অনারব, মুনাফিক্ব, কাফির ও নারীজাতিসহ তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ার প্রতিটি সভ্যতায়, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি হাটে-বাজারে তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মু'মিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারে ঈসা (আঃ)

আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তাঁর পরিধানে থাকবে দু'টি রঙিন কাপড়। তিনি তাঁর হাত দু'টি দু'জন ফেরেশতার পাখার উপর রেখে অবতরণ করবেন। তিনি মাথা নিচু করলে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়বে। আবার যখন মাথা উঁচু করবেন তখন মুক্তো দানা ঝরে পড়বে। কোনো কাফির তাঁর নিঃশ্বাস বায়ুর স্পর্শ পেলেই মৃত্যুবরণ করবে। আর তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে তাঁর নিঃশ্বাসও তত দূর যাবে।
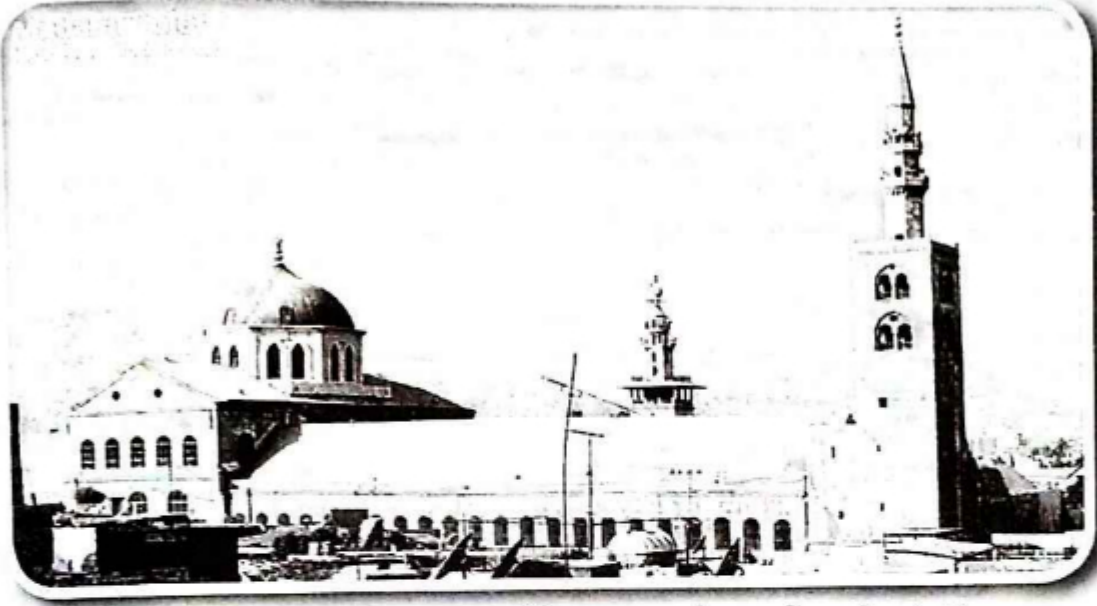
ছবি: উমাইয়্যাদ মাসজিদ, দামেস্ক, সিরিয়া। ডান পার্শ্বস্থ সাদা মিনারে ঈসা (আঃ) দুই ফিরিশতার ডানায় ভর দিয়ে অবতরন করবেন। ১২৪৫ সালে আস-সালিহ আইয়ুব এটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মিনারটি পূনর্নির্মান করা হয়েছে।

উপস্থিত মুসলিম বাহিনী ঈসা (আঃ) - এর পাশে গিয়ে একত্রিত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে ইরশাদ করেন, তোমরা আরব উপদ্বীপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। তোমরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে পারস্যে বিজয় দান করবেন। এরপর রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সেখানেও বিজয় দান করবেন। সর্বশেষে তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। দাজ্জালের বিরুদ্ধেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন।[১]

সুতরাং দাজ্জাল আসার আগে মুসলিম বাহিনী তিনটি যুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। প্রথমটি আরব উপদ্বীপ (বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন), দ্বিতীয়টি পারস্য তথা ইরানের সাথে আর তৃতীয়টি হবে ইতালির রোমের সাথে। এই তিনটি অঞ্চলের বিজয় তরান্বিত করে অবশেষে মুজাহিদ বাহিনী ঈসা (আঃ) – এর সাথে যোগ দিয়ে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

আরব উপদ্বীপের বৈশ্বিক অবস্থান/মানচিত্র

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, ঈমাম মাহদী (আঃ) দাজ্জাল আসার ছয় থেকে সাত বছর আগেই আবির্ভূত হবেন। হাদীসে এসেছে, মালহামাহ-ই-কুবরা তথা মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া এবং (কুস্তনতুনিয়া) শহরটির বিজয় (হতে সময় লাগবে) ছয় বছর এবং মাসিহ-দাজ্জাল বের হবে সপ্তম বছরে'।(২) আরবরা তৎকালীন তুর্কি/তুরস্কের রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনসটেন্টিনোপল-কে বলত কুসতুনতুনিয়া, যেটা আজ ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত। বর্তমান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন রিসেপ তায়েপ এরদোগান। খুব সম্ভব মালহামাহ (মহাযুদ্ধ)-র শুরুর দিকে গোটা তুরস্ক কিংবা তুরস্কের ইস্তাম্বুল কাফিরদের দখলে চলে যাবে এবং উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে বোঝা যায় মালহামার (মহাযুদ্ধ) একটানা ছয় বছর চলার পর মুসলমানরা তা পুনরায় কাফিরদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিবে। তখন ইমাম মাহদী (আঃ) - এর নেতৃত্বে এই জিহাদটি পরিচালিত হবে। কুসতুনতুনিয়া তথা ইস্তাম্বুল জয়ের পর দাজ্জাল আগমন করবে।

ছবিঃ ভূমধ্যসাগর ঘেঁষা ইতালির মানচিত্র।
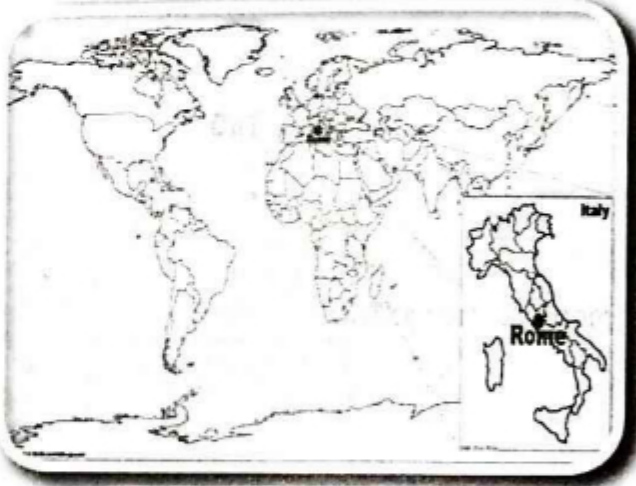
ছবিঃ বিশ্ব মানচিত্রে রোমের অবস্থান।

কেননা হাদীসে এসেছে, বায়তুল-মাকদিস-এর গড়ন হলে ঘটনার ক্রমধারায় ইয়াসরিব'-এর (মদিনার) খারাবী হবে। ইয়াসরিব'-এর (মদিনার) খারাবী হলে ঘটনার ক্রমধারায় মালহামাহ'র সূত্রপাত হবে। মালহামাহ'র সূত্রপাত হলে এর ক্রমধারায় মুসলমানদের হাতে কুসতুনতুনিয়া তথা কনসটেন্টিনোপল, তুরস্ক বিজয় সংঘটিত হবে, আর কুসতুনতুনিয়া'র বিজয় সংঘটিত হলে তার কিছু কাল পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।(৩)

সুতরাং পরপর তিনটি যুদ্ধে বিজয় লাভ করে সাচ্চা মুসলিম বাহিনী দাজ্জালের সত্তর হাজার ইয়াহুদী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিন্তু সেই বাহিনীর সর্দার

দাজ্জালকে দমানোর শক্তি ঈমাম মাহদী (আঃ) - এর থাকবে না। সাচ্চা মুসলিম বাহিনী তখন দাজ্জালের ফিতনা এড়াতে মক্কা-মদিনা, পাহাড়-পর্বত, সিনাই মাসজিদ ও বায়তুল মাকদিস এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

অতঃপর দাজ্জালের চল্লিশ দিনের তান্ডবের পর মহান আল্লাহ্ ঈসা (আঃ) – কে প্রেরণ করবেন। ঈসা (আঃ) অবতরণ করে এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। দাজ্জাল নিধনের বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা দিবেন। দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি আগমন করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করাই হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ।

ফজর সলাতে ইমাম মাহদী যখন সাথে থাকা মুসলিম বাহিনী নিয়ে সলাতের ঈমামতির জন্য সামনে চলে যাবেন তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) সেখানে উপস্থিত হবেন। ইমাম মাহদী, ঈসা (আঃ) - এর আগমন অনুভব করে ঈমামতির জায়গা থেকে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করবেন যাতে ঈসা (আঃ) সামনে গিয়ে উপস্থিত মুসল্লিদের ইমামতি করেন। তিনি বলবেন, "আসুন! আমাদের ইমামতি করুন। ঈসা (আঃ) তখন বলবেন, না; বরং তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর। এ কারণে যে, আল্লাহ এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন"।[৪] ঈসা (আঃ) ইমামের কাঁধে হাত রাখবেন, অতঃপর বলবেন, "তুমিই সামনে যাও এবং তাদের সলাত পড়াও, কারণ তোমার জন্যই এ সলাতের ইক্বামত দেয়া হয়েছে।" অতঃপর ঈমাম মাহদী ইমামতি করবেন।[৫] ঈসা (আঃ) ইমাম মাহদীর পিছনে মুক্তাদী হয়ে সলাত আদায় করবেন।

ওদিকে দাজ্জাল ঈসা (আঃ) এর আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে বাইতুল মাকদিসের দিকে পালয়ে যাবে। সে জানে তার হাতেই তার মরণ হবে। ঈসা (আঃ) মুসলিম বাহিনী নিয়ে জেরুজালেমের দিকে রওয়ানা হবেন। উদ্দেশ্যে দাজ্জালকে হত্যা করা। ঈসা (আঃ) সেখানে গিয়ে দেখবেন দাজ্জাল একদল মুসলিমকে অবরোধ করে রেখেছে। তিনি সেখানে গিয়ে দরজা খুলতে বলবেন। দরজা খুলে দেওয়া হলে তিনি পিছন দিকে দাজ্জালকে দেখতে পাবেন। তার সাথে থাকবে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সত্তর হাজার ইহুদী বাহিনী।

দাজ্জাল ঈসা (আঃ) - কে দেখামাত্রই পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। সে দৌড়ে পালাতে থাকবে, ঈসা (আঃ) তার পিছু ধাওয়া করে ফিলিস্তিনের বাবে লুদ্দ (লুদ্দ শহরের গেইটে) - এ তাকে পাকড়াও করবেন। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেন, "তোমাকে আমি একটি আঘাত করব যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা।" ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে নিজ হাতে হত্যা করবেন। অতঃপর মুসলিমদেরকে তাঁর লৌহাস্ত্রে দাজ্জাল হত্যার আলামত হিসেবে রক্ত দেখাবেন।"[৬]

ছবি: ফিলিস্তিনে অবস্থিত বাবে লুদ্দ – এর বর্তমান চিত্র। বাইতুল মাকদিসের কাছেই ঠিক এই ফটকের সামনেই ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করবেন। লুদ্দ ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিব থেকে ১৮ কি.মি. দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি শহর। বর্তমানে লুদ্দ অঞ্চলটি ইয়াহুদীদের দখলে রয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১২ই জুলাই, ইজরাঈল ডিফেন্স ফোর্স এই শহরটি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ৭১টি বছর ধরে এই শহরটি তাদের কবজাতেই রয়েছে এবং বিপুল পরিমাণে ইয়াহুদী অভিবাসী এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। লুদ্দ হচ্ছে ইজারাঈল-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল। এখানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট ও রেইলস্টেশানের ঘাঁটি, একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এখানেই রয়েছে ইজরাঈলেদের বিমান মেরামত ও জেট বিমান তৈরীর ইন্ডাস্ট্রিসমূহ। (তথ্যসূত্র: এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়া ১৯৯৯)

সবাইকে দাজ্জালের রক্ত দেখিয়ে বোঝাতে চাইবেন, সে যদি প্রভুই হয় কিভাবে সে মারা যায়? কিভাবে তার রক্ত দিয়ে বর্ষা রঞ্জিত হয়? আমাদের রব তো চিরঞ্জীব। তিনি তো মানবীয় গুণাবলীর উর্দ্ধে। তিনি তো খালিক। আমরাই তো তার মাখলুক। আমরা তারই একচ্ছত্র ইবাদাত করি। আমরা তারই গুণগান গেয়ে যাই। আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

দাজ্জালের মৃত্যুর পর মুসলিম বাহিনী ইসা (আঃ) –এর নেতৃত্বে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অতঃপর মুসলিমদের হাতে দাজ্জালের ইয়াহুদী বাহিনী পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবে না। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবে, “হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন ইয়াহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর।”

পাথর বা দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবে, “হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইয়াহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর।“ তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইয়াহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।(৭)

দাজ্জাল সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে কী বলা আছে?

দাজ্জাল সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বিস্তারিত আলোচনা নেই। উলামাগণকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন দাজ্জালের মত এত বড় ধরণের ফিতনার আলোচনা কুরআনে আসেনি? আম্বিয়াকিরামগণ দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, প্রিয় নবীজি (সাঃ) আমাদেরক পথ বাতলিয়ে দিয়ে গেছেন? দু'আ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন –তথাপিও কেন দাজ্জালের মত এত বড় বিষয় কুরআনুল কারীমে আলোচিত হয়নি?

এই প্রশ্নের উত্তর বিশেষজ্ঞ উলামাগণ দিয়েছেন। তারা বলেন –

১। দাজ্জালের আলোচনা বিস্তারিত না এলেও পরোক্ষভাবে নিচের এই আয়াতে কারীমায় এসেছে –

> يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ايٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا
> لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا
>
> **"যেদিন তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে, সেদিন সে ব্যক্তির বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, কিংবা স্বীয় বিশ্বাস সহ কল্যাণ অর্জন (সৎকর্ম) করেনি।"** [১]

এই নিদর্শনগুলো হল – আদ-দাজ্জাল, পশ্চিমাকাশ থেক সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ (এক অদ্ভুত কিসিমের জন্তু যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে, সূরা আননমল, আয়াত ৮২ দ্রষ্টব্য)। উক্ত আয়াতের তাফসীরে এই

নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসিরে এসেছে, যদি তিনটি জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে ওগুলো প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কেউ ঈমান এনে না থাকলে তখন ঈমান আনয়ন বিফল হবে এবং পূর্বে ভাল কাজ করে না থাকলে তখন ভাল কাজ করে কোনই লাভ হবে না। প্রথম নিদর্শন হচ্ছে, পূর্ব দিকের স্থলে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে দাব্বাতুল আরদের প্রকাশ। (২)

২। কুরআনুল কারীমে ঈসা (আঃ) – এর পুনরায় আগমন ও অবতরণের আলোচনা এসেছে। এবং ঈসা (আঃ) – এর হাতেই দাজ্জালের প্রাণবায়ু বের হবে। সুতরাং সত্যবাদী মাসীহ'র আলোচনা মিথ্যাবাদী মাসীহ'র আলোচনার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে। নতুন করে মিথ্যুক দাজ্জালের আলোচনার প্রয়োজন হয়নি। আরবদের একটি প্রথা (ভাষাগত দিক থেকে) হচ্ছে একটি শব্দের উল্লেখ দ্বারা মূল বিষয়বস্তু (মূল শব্দ ও বিপরীত শব্দ) বোধগম্য করা। যেমন, "মাসীহ" শব্দের দুইটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

৩। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ নিজের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

> لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
> وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾
>
> "অবশ্যই আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে বড় বিষয়; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" (৩)

উক্ত আয়াতে "আন-নাস" শব্দ দিয়ে দাজ্জালসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে, দাজ্জাল তো সামান্য একজন মানুষ। আবু আলিয়াহ (রহঃ) বলেন, এই আয়াত দ্বারা, "আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা দাজ্জালসহ সমগ্র মানবজাতি সৃষ্টি করার চেয়ে বড় বিষয়" বোঝানো হয়েছে। অথচ ইয়াহুদিরা তাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছে। (৪)

হাফিজ ইবনু হাজার (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, এটাই হল সবচাইতে উত্তম জবাব। আসমান ও জমিনের সৃষ্টির তুলনায় দাজ্জালের মত তুচ্ছ বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) – এর উপরে বর্ণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (৫)

৪। আল্লাহর বিরুদ্ধে দাজ্জালের অবজ্ঞাসূচক অবস্থানের জন্য কুরআন তার ব্যাপারে উল্লেখ করেনি। একজন অন্ধ, কুঁজো ও বেঁটে প্রকৃতির মানুষ হয়ে নিজেকে প্রভু দাবী করা মত বিষয়টি আল্লাহর মর্যাদা, বড়ত্ব, গৌরব, শান-শওকতের পরিপন্থী।

এ কারণেই দাজ্জালের বিষয় ও তার কার্যকলাপ আল্লাহর নিকট এতটাই জঘন্য এবং অবজ্ঞাসূচক যে তাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি। বরং যুগে যুগে নবী রাসূলগণ (আঃ) দায়িত্ব নিয়ে দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে গেছেন।

প্রশ্ন এসে যায়, ফিরাউনও তো নিজেকে প্রভু (রুবুবিয়াহ) দাবী করেছে, নিজেকে ইলাহ (উলুহিয়্যাহ) দাবী করেছে, তাহলে কেন তার নাম কুরআনে স্থান পেয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব হল, ফিরাউনের ফিতনা কুরআন নাযিলের অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তার কিচ্ছা খতম হয়ে গেছে। ফিরাউনের পরিণতি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষা এবং উপদেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে। তার বাহাদুরী, তার বড়ত্ব প্রকাশের জন্য কুরআন তাকে বারবার বর্ণনা করেনি বরং কেউ নিজেকে প্রভু দাবী করলে তার পরিণতি কেমন হয় তা মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে দাজ্জালের ফিতনার আগমন হবে শেষ জামানায়, শেষ ঘন্টা বাজার আগে। এ কারণেই দাজ্জালের বিষয়টি কুরআনে বিস্তারিতভাবে আসেনি। তাছাড়া, তার প্রভুত্ব দাবী করার বিষয়টি কুরআনে বিশদভাবে উল্লেখ করে তার প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেখানো কোন অর্থ বহন করেনা। দাজ্জালের মত ত্রুটিপূর্ণ এবং তুচ্ছ কেউ নিজেকে প্রভু দাবী করার মত বিষয়টি আল্লাহ্‌ রব্বুল ইজ্জাহ এ কারণেই কালাম পাকে উল্লেখ করেননি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের অবস্থান ভালভাবেই জানেন। দাজ্জালের ব্যাপারটি বান্দাদের কাছে গোপন থাকবে না, বরং সে এসে গেলে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সাঃ) – এর প্রতি সাচ্চা ঈমানদারদের ঈমান আরও বেড়ে যাবে। মদিনার সেই যুবক, যে দাজ্জালকে দেখে বলবে, "আল্লাহর কসম! তোমাকে দেখে আমার ভিতরে ঈমান আরও পাকাপোক্ত হয়েছে।"

পক্ষান্তরে সুস্পষ্টভাবে কোন স্পষ্ট বিষয় ব্যক্ত না করলেও, তা ঠিকই ব্যক্ত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) – এর মৃত্যুর আগে সর্বশেষ অসুস্থতার সময় তিনি পরবর্তী খলিফা যে আবু বকর (রাঃ) – হবেন, সেই মর্মে কোন চিঠি লিখে যাননি। তাতে কী কোন হেরফের হয়েছে? আবু বকর (রাঃ) – এর উচ্চ মর্যাদার কারণে সাহাবী (রাঃ) আজমাঈন আগে থেকেই জানতেন তিনি হচ্ছেন পরবর্তী খলিফা।

ইবন হাজার (রহঃ) দাজ্জালের বিষয়টি কুরআন মাজীদে কেন ব্যাপকভাবে আসেনি –এই প্রশ্নটিকে অবান্তর বলেছেন। আল্লাহ্‌ রব্বুল ইজ্জাহ কুরআনুল কারীমে ইয়াজুজ –মাজুজ ও তাদের ফিতনার বর্ণনা করেছেন যা দাজ্জালের ফিতনার নিকটবর্তী। (৬)

এই চারটি জবাবের মধ্যে প্রথম জবাবটি সম্ভবত সবচাইতে সংগতিপূর্ণ জবাব, এবং এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। সুতরাং উপরে উল্লেখিত কুরআনুল

কারীমের আয়াতে দাজ্জালের ইঙ্গিত এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে তার ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন।

বলে রাখা ভাল, কুরআনুল কারীমে সলাতের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। এমনকি কিভাবে সলাত আদায় করতে হবে তা-ও বর্ণিত নেই। কুরআনে যাকাত আদায়ের কথা বলা আছে কিন্তু যাকাত যে ২.৫% দিতে হবে তার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলা নেই। কুরআনে হজ্জের কথা বলা আছে কিন্তু কিভাবে আদায় করতে হবে তার বর্ণনা দেওয়া নেই। এগুলি জানতে হলে আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) -এর হাদিসের দারস্থ হতে হয়। কুরআন হল মৌলিক কিতাব, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কিতাব নয়। এ কারণে কুরআন বুঝতে তার তাফসীর এবং হাদীসের কিতাবাদি খুলে বসতে হয়।
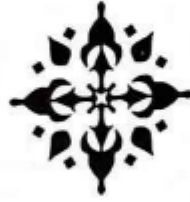
তথ্যসূত্র:

১। সূরা আন-আম, আয়াত ১৫৮ (কিয়দংশ)
২। সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।
৩। সূরা গাফির, আয়াতঃ ৫৭।
৪। তাফসীরে আল -কুরতুবী, (১৫/৩২৫)
আবু আলিয়াহ (রহঃ) ছিলেন বিশিষ্ট তাবেঈ। তিনি ছিলেন উন্মুক্ত দাস। আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময় তিনি বেঁচে ছিলেন। নবীজি (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সাহাবা (রাঃ) আজমাঈন থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। ৯০ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরন করেন। বিস্তারিত তাহজিব ওয়া তাহজিব ৩/২৮৪-৫৮৫ দ্রষ্টব্য।
৫। ফাতহুল বারী, (১৩/৯২)
৬। ফাতহুল বারী, (১৩/৯১-৯২)

দাজ্জালকে অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন

বর্তমান সমাজের কিছু মানুষ দাজ্জাল বিষয়ক হাদীসগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে নানা ধরনের উদ্ভট ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। তারা দাজ্জালকে অস্বীকার করে এবং নিজ নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। এ শ্রেণীটির অস্তিত্ব অতীতেও ছিল। এ প্রসঙ্গে কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিসগণ (হাদীস বিশারদগণ) দাজ্জাল বিষয়ক যে সকল হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তা সত্যপন্থীদের পক্ষে প্রকৃষ্ট দলীল। তারা দাজ্জালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করেন, দাজ্জাল বলতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। তার দ্বারা আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করবেন এবং তাঁর ক্ষমতাধীন কিছু বিষয়ের ক্ষমতা তাকে প্রদান করবেন। ঈসা (আঃ) তাকে হত্যা করবে। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও গবেষকদের অভিমত। খারিজী, জাহমিয়া এবং মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ দাজ্জালের বাস্তব অস্তিত্বের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে।[১]

যারা দাজ্জালের ফিতনাকে প্রতীকী ও রূপক অর্থে নেয় এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আক্বিদা পোষণ করে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা না বললেই নয়। আমরা বিভিন্ন হাদীসের সমন্বয়ে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি দাজ্জাল হল একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। দাজ্জাল কোন কল্পকাহিনীর রূপক অর্থ নয়, কোন অন্ধবিশ্বাস নয়, কোন অলীক মতবাদ নয়। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোন বিভিন্নতা নেই, পরস্পরবিরোধী কোন ঝামেলা নেই, যা ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

দাজ্জাল কোন দিক থেকে আসবে? সে দেখতে কার মত হবে? তার কপালে কি লেখা থাকবে? তার গায়ের রং কেমন হবে? চুল কেমন হবে? চোখ কেমন হবে? তার সাথে কারা কারা থাকবে? ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল কী না – তার ব্যাপারে

উলামাগণের মতামত কী? – ইত্যাদি বিষয়গুলো থেকে এটা পরিস্কার যে, সে একজন মানুষ এবং তার ফিতনা এক ধ্রুব সত্য ফিতনা। রূপক অর্থে নেওয়ার কোন সুযোগ এখানে নেই।

অনেকে আবার দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতাকে মিথ্যা দাবী করেছে। তাদের বক্তব্য হল, এগুলো তো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সিফাত। জান্নাত- জাহান্নাম, রিজিক্ব, আগুন-পানির নহর, পুনরুত্থান – এই সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটানো কেবল আল্লাহ্‌র জন্য মানানসই। তাদের দাবী অনুযায়ী এগুলো কোন মানুষের সিফাত নয়। তাই দাজ্জালের পক্ষে এগুলো করা সম্ভব নয়। তারা এ-ও বলে থাকে, আম্বিয়া কিরামগণকে যদি আল্লাহ্ তার সৃষ্টির জন্য হিদায়াত ও রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়ে থাকে তাহলে দাজ্জালকে কেন তার বান্দাদের মধ্যে এত বড় বড় ফিতনা ছড়ানোর অনুমতি দিবেন? তিনিই (আল্লাহ্) তো বলেছেন, "আমার রহমত ক্রোধের অগ্রগামী"। তারা এ-ও বলে থাকে, আল্লাহ্‌র বিধান যদি কেউ পরিবর্তন না করতে পারে তাহলে দাজ্জাল কিভাবে এত বড় বড় অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে? কিভাবে আল্লাহ্ দাজ্জালের হাতে তার এক মুমিন বান্দাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবেন? সুতরাং, দাজ্জালের বিষয়টি পরস্পরবিরোধী, অস্পষ্ট, তার ব্যাপারে বর্ণনাগুলো সুনির্দিষ্ট নয় এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানের পরিপন্থী। এ ধরণের সংশয় ও অজ্ঞতার জবাব দিতেই হয়। ঈমান ও আক্বিদা বিষয়ক স্পর্শকাতর বিষয়ে মানুষ মিসকিন হলে চলবে কিভাবে? জবাব হিসেবে বলা যায় –

১। দাজ্জালের অলৌকিক ঘটনাগুলো সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এটাকে অস্বীকার করা এবং অপব্যাখ্যা করা জায়িজ হবে না। অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারে অস্পষ্টতা ও পরস্পরবিরোধী কোন বিষয় নেই। বরং দাজ্জালের ফিতনা বান্দার জন্য পরীক্ষা। সবচাইতে বড় পরীক্ষা। মহান আল্লাহ্ বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য তাকে এরকম ক্ষমতা দিবেন। তার এই ক্ষমতা বলে বান্দাকে আগুনে ছুড়ে মারলে বান্দার ঈমানই বৃদ্ধি পাবে। মদিনার সেই যুবকটির কথা মনে করুন। সে বলবে, "আল্লাহর ক্বসম! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল- এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আগের তুলনায় আরো মজবুত হল।" সুবহানাল্লাহ! তার অলৌকিক ক্ষমতা তার ঈমানই মজবুত করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় সে পাশ করেছে। তারপর দেখুন, দাজ্জাল এরপর আর তাকে হত্যা করতে পারবে না। আদতে আল্লাহ্‌র কাছে তার ক্ষমতা তুচ্ছ। সাচ্চা ঈমানদারদের কাছে তার কোন বাহাদুরী নেই, তার কোন ভেল্কি সাচ্চা ঈমানদারের অন্তরে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং ঈমান মজবুত করে দিবে। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে তাঁরাই কেবল দাজ্জালের অলৌকিকতায় পথহারা হয়ে যাবে।

তাছাড়া দাজ্জালের কপালে লেখা "কাফির" শব্দটি সকল শিক্ষিত – অশিক্ষিত মুসলিম বান্দা পড়তে পারবে। এর দ্বারা আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ হক্ক ও বাতিল

চিহ্নিত করেই দিয়েছেন। তার ভেল্কি ও কুফর প্রকাশ করেই দিয়েছেন। সুতরাং বান্দার জন্য দাজ্জালের অলৌকিকতা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। বাস্তবিকপক্ষে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে। সেগুলো ঘটবেই ঘটবে। তাতে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ তাকে এই অলৌকিক ক্ষমতা দিবেন। যাতে করে তিনি বান্দার ঈমানের হালত পরখ করে নিতে পারেন। কাজেই আম্বিয়া কিরামগণ (আলাইহিমুস সালাম) – এর সাথে দাজ্জালের কোন তুলনা করা যায় না। শাইত্বনের সাথে কি নবী রাসূল (আঃ) –এর তুলনা হয়? হয় না, কখনই হয় না। তাছাড়া দাজ্জাল যখন তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করবে তখন নিজেকে নবী দাবী করবে না। বরং নিজেকে প্রভু দাবী করার সময় সে তা প্রদর্শন করবে।[২]

৩। দাজ্জালকে যে অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হবে তা কখনই আল্লাহ্র ক্ষমতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এ ধরণের অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাহ এর আগে নবী-রাসূলগণকেও দিয়েছেন। ঈসা (আঃ) – মৃতকে জীবত করতে পারতেন। সুলাইমান (আঃ) বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারতেন। তাতে কি তাদের সেই ক্ষমতা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গিয়েছে? বা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সিফাতে কেউ অংশীদার হয়েছে? আলবৎ হয়নি। ঈমান পরীক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে কাউকে কাউকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন এবং দিবেন। এটা মহান আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত।

৪। অলৌকিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটতে থাকবে। বড় বড় আলামত প্রকাশ পাবে। কিয়ামত যত সন্নিকটে আসবে এরকম অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাবে। কাজেই দাজ্জালের আগমন যদি সেই ফিতনার সময়টাতেই হয় তাহলে এই আপত্তির কোন ভিত্তিই থাকে না যে – "আল্লাহ্ হলেন দয়ার সাগর, কেন তিনি তার বান্দাকে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতার ফিতনায় ফেলবেন।" কাজেই আল্লাহ্ই ভালো জানেন কখন তিনি তার বান্দাদেরকে দাজ্জালের ফিতনায় ফেলবেন। শুধু তাই নয় তিনিই আল্লাহ্, যিনি দাজ্জালের ব্যাপারে আমাদের সাবধান ও সতর্ক করেও দিয়েছেন।

আল্লাম্মা হাফিজ ইবনে কাসির (রহঃ) এ ব্যাপারে বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা, আগ্রাসন এবং তার অলৌকিক সক্ষমতার মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন – যা তার সময় প্রদর্শিত হবে। বর্ণিত আছে যে, সে আকাশকে বৃষ্টি নামাতে আদেশ করবে, আকাশ বৃষ্টি নামাবে। সে জমিনকে আদেশ করবে ফসল ফলাতে, জমিন ফসল ফলাবে। এবং যারা তার ডাকে সাড়া দিবে, এই ফসল তাদের ও তাদের গবাদিপশুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং খেয়ে দেয়ে এই পশুগুলো পরিপুষ্ট হয়ে বাটভর্তি দুধ নিয়ে তাদের মালিকের কাছে ফিরে আসবে।

পক্ষান্তরে যারা তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে তখন তাদের উপর ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। ফল ও ফসলের ক্ষতি, দুর্ভিক্ষ, খরা, অভাব-অনটন, গবাদি পশুর মৃত্যু, আর্থিক ক্ষতি, সম্পদ হ্রাস, জীবনের ঝুঁকি এবং শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিবে।

ধন-ভান্ডার মৌমাছির মত ভোঁ ভোঁ করে তার পিছন পিছন ছুটতে থাকবে এবং সে এক যুবক ছেলেকে হত্যা করে আবার তাকে জীবিত করবে। এসবই সে করবে অলৌকিক ক্ষমতার বলে কোন কলা-কৌশলের মাধ্যমে নয়। পক্ষান্তরে তার এই কারসাজির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এর মাধ্যমে অনেকেই পথ হারাবে, আবার অনেকেই পথ খুঁজে পাবে। সংশয়বাদীদের কুফুরী প্রকাশ পাবে আর ইমানদারদের ঈমান অনেকগুণে বেড়ে যাবে।[৩]

হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি (রহঃ) বলেন, বুঝবানরা দাজ্জালকে দেখে সহজেই বুঝে ফেলবে সে একজন মিথ্যুক। আর এই সহজ বুঝটা হল, দাজ্জাল হল রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ, যার রয়েছে দেহাবয়ব। সে যে একজন মাখলুক তা প্রতীয়মান হবে তার অঙ্গহানি থেকেই, তার ত্রুটিযুক্ত চক্ষুযুগলই তার অসারতা প্রমাণ করে দিবে। সুতরাং যখন সে নিজেকে প্রভু হিসেবে দাবী করবে তখন একজন সচেতন মুমিন সহজেই বুঝে ফেলবে এরকম একজন যদি আসমান ও জমিনের প্রতিপালক হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের নষ্ট চক্ষুটি ভাল করতে সক্ষম হয় না কেন?[৪] তিনি (রহঃ) আরো বলেন, সচেতন মুমিনরা বুঝতে পারবে, এরকম ত্রুটিযুক্ত চোখওয়ালা একজন যদি আমাদের প্রতিপালক হয় কিভাবে সে সুষমভাবে মানুষ সৃষ্টি করে? মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করে? কেননা মহান আল্লাহ্ চারটি জিনিসের কসম খেয়ে বলেন,

> لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾
>
> "অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।"[৫]

> অপর এক আয়াতে তিনি (আল্লাহ্) ইরশাদ করেন,
>
> ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ
>
> "তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন
> এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।"[৬]

কাজেই, দাজ্জালকে উদ্দেশ্য করে অন্তত এটা বলা প্রাসঙ্গিক, "হে অমুক! এই যে তুমি নিজেকে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা দাবী করছ, যাও আগে নিজের গঠনাকৃতি মেরামত করে নাও, তোমার অন্ধ চোখ মেরামত করে আসো। আর যদি

এই দাবী করো যে, সৃষ্টিকর্তা নিজে কোনকিছু সৃষ্টি করেনি, তাহলে যাও আগে নিজের কপালের লেখা (কাফির) মুছে নিয়ে এসো।"[৭]

ইবনে আল আরাবি (রহঃ) বলেন, দাজ্জালের সবচাইতে বড় ফিতনা হবে – তার প্রতি বিশ্বাস আনয়নকারীদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানো ও জমিন থেকে ফসল ফলানো এবং তাকে অস্বীকারীদের জন্য দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটানো। দুনিয়ার তাবৎ ধন – ভান্ডার তার অনুসরণ করে চলা, তার সাথে থাকা জান্নাত, আগুন ও প্রবাহমান নদীমালা – এ যাবতীয় ফিতনা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ ফিতনা ও পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই সংশয়বাদীরা ধ্বংস হয়ে যাবে, ইয়াকীন ও মজবুত ঈমানের অধিকারীরা হিফাজতে থাকবে। সামগ্রিক বিষয়টি ভয়াবহ হবে, এ জন্যই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, দাজ্জালের ফিতনার চাইতে আর কোন ভয়াবহ ফিতনা নেই।[৮]

কাজেই, একজন মুমিনের দায়িত্ব সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো সরল ও বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর শিক্ষা অনুসারে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণের জন্য দু'আ করা।
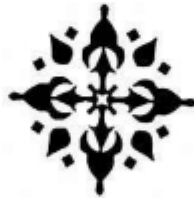
তথ্যসূত্র:

১। শরহুল নববী আলা সহীহি মুসলিম ১৮/৫৮
২। ফাতহুল বারী, ১৩/১০৫
৩। আন-নিহায়াহ আল-ফিতান, ওয়াল মালাহিম, (১/১২১)
৪। ফাতহুল বারী, (১৩/১০৩)
৫। সূরা আত-তীন, আয়াতঃ ০৪
৬। সূরা আস-সাজদা, আয়াতঃ ০৯
৭। ফাতহুল বারী, (১৩/১০৩), ইবন আল আরাবি এর পূর্ণাঙ্গ নাম হল - আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-মা'ফিরিঈ, আল-ইশবিলি, আল-মালিকি যিনি অনেক বইয়ের রচিয়তা। তার মধ্যে 'আহকামুল কুরআন' অন্যতম। তিনি ৫৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মরোক্কোতে তাকে দাফন করা হয়। (আল-আলাম, (৬/২৩০) দ্রষ্টব্য)।
৮। ফাতহুল বারী, (১৩/১০৩)

ছোট দাজ্জাল

বড় দাজ্জাল আসার আগে এই উম্মতের মাঝে ছোট দাজ্জালের আগমন ঘটতে থাকবে। কারো কারো প্রভাব ব্যাপক আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে। এদেরকে ছোট দাজ্জাল বলার কারণ হল এরা কেউই নিজেদেরকে প্রভু দাবী করবে না, তবে সবাই নিজেকে নবী দাবী করবে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। আমরা জানি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার (সাঃ) পরে আর কোন নবী নেই। তিনি (সাঃ) ইরশাদ করেন,

> **"ত্রিশজন মিথ্যুক আগমণের পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা। তারা সকলেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল।"[১]**

অপর এক হাদীসে এদের সংখ্যা ২৭ জন বলা হয়েছে।

> রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, **"আমার উম্মতের মাঝে সাতাশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তন্মধ্য হতে চারজন হবে নারী। আর আমি হলাম শেষ নবী। আমার পর আর কোনো নবী আসবে না।"[২]**

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকে, তাহলে ত্রিশের পরেরগুলো কী সত্য নবী? অর্থ্যাৎ নবী দাবী করার সংখ্যা যদি ত্রিশের অধিক হয় তাহলে কী পরের নবীগুলো সত্য? জবাব– না। ত্রিশ (৩০)'র পরের গুলোও মিথ্যাবাদী ও ভন্ডনবী। কেননা, অন্য এক হাদিসে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

> **"আর আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমণ ঘটবে। তারা সকলেই নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর কিয়ামতের পূর্বে আর কোন নবী আসবেনা।"[৩]**

হাদীসটির শেষে আরবীতে উল্লেখ আছে, "লা নাবিয়্যা বা'দী" অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী নেই। কাজেই ত্রিশ (৩০) জনের পরেরগুলো কিভাবে সত্য নবী নয় সবগুলোই ভন্ড ও মিথ্যাবাদী।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এই বিষয়ে বলেন, এই ত্রিশজন মিথ্যাবাদী বলতে বিশেষভাবে ওরাই উদ্দেশ্য যাদের দাপট (প্রভাব-প্রতিপত্তি) প্রতিষ্ঠা পাবে এবং (সাধারণ মানুষের ভিতর তাদের প্রচারণায়) সন্দেহ সৃষ্টি হবে।[৪]

ইতিহাস ঘাটলে বেশ কিছু ভন্ড নবীর হদীস পাওয়া যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের মধ্যে থেকে -

১। আসওয়াদ আল-আনাসী।

২। তুলাইহা ইবন খুয়াইলিদ।

৩। মুসাইলামাহ আল কাযযাব।

৪। সাজাহ বিনতে হারিস। (মহিলা)

আরবদের মধ্যে যেমন গোত্রীয় গোঁড়ামী ছিল, তেমনি অনারবদের মধ্যে ছিল জাতিভেদ। ইসলামের বিজয়ের ফলে প্রচুর অনারব ইসলাম গ্রহণ করে। যেমন,- পারস্যিক জাতি। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের অনেকের মধ্যেই এ ধারণা প্রবল ছিল যে, একসময় তারা শাসক ছিল অথচ এখন মুসলিম আরবদের দ্বারা তারা শাসিত হচ্ছে। সুতরাং তারাও নিজেদের মধ্যে নবীর প্রত্যাশা করল। তারা ধারণা করল, আল্লাহ যেমন আরবদের মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তেমনি তাদের মাঝেও তিনি নবী প্রেরণ করবেন। আর তারা তাদের ঐ ভাবাদর্শ ও চিন্তাধারাকে তাদের অনুসারীদের মধ্যেও বপন করতে সক্ষম হয়। এতে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে নব্যুয়তের দাবীদার উত্থিত হয়। উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের নব্যুয়তের দাবীদারদের অধিকাংশই ছিল অনারব।

পরবর্তীতে যারা নব্যুয়তের দাবী করেছেন, তাদের অধিকাংশই ছিল শিয়া সম্প্রদায় ভূক্ত। তারা প্রথমে ঈমাম হওয়ার দাবী করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত নব্যুয়তের দাবী পর্যন্ত গড়িয়েছিল।[৫] উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে যারা নিজেদেরকে নবী দাবী করেছিল -

১। আল - মুখতার

২। আল হারেস ইবনে সাঈদ

৩। বয়ান ইবনে সামুআন

৪। মুগীরা ইবনে সাঈদ আল-ইজলী

৫। আবু মনসূর আল-ইজলী

৬। আবুল খাতাব আল-আসাদী

৭। আলী ইবনে ফাদল আল হিমাইরী আল ইয়েমেনী।

উল্লেখিত সাত জন নব্যুয়তের দাবীদারদের মধ্যে সূফী প্রভাবও বেশ লক্ষ্যণীয়। যেমন,- আল হারিস বিন সাঈদ। সবাই তাকে সবচেয়ে বড় পরহেজগার বলে মনে করত, কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে পদস্খলিত হয় এবং নিজের নব্যুয়ত দাবী করে বসে। আর শেষের জন ছিল শিয়াদের বার ঈমামী বা ইসনা আশারী উপদলের এক ব্যক্তি। তিনি ইসমাঈলী শিয়াদের প্ররোচনায় পড়ে নিজেকে ঈমাম মেহেদী বলে দাবী করে বসে, তারপর দাবী করেছিল তার নব্যুয়ত প্রাপ্তির।

পরবর্তীকালের নব্যুয়তের দাবীদার –

আববাসী যুগের শেষের দিকে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লেও নব্যুয়তের দাবীদারদের সংখ্যা তখন উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে ছিল না। তারপর উসমানীয় তুর্কী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নব্যুয়তের দাবীদারদের পুনরুত্থান ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে তুর্কী খিলাফত অবসান হয়ে যাওয়ার পর এ ফিতনা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ এবং উমাইয়া ও আববাসীয় যুগের মিথ্যা নব্যুয়তের দাবীদারদের শেষ পরিণতি এই ছিল যে, তারা তৎকালীন খলীফা বা গভর্ণরের হস্তক্ষেপে অবদমিত হয়। ফলে তাদের কোন অনুসারী অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম খিলাফতের পতনের পর দ্বীন বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিকারের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুসলমানগণ ক্ষোভ প্রকাশের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে এ যুগে যারা নব্যুয়তের মিথ্যা দাবী করেছিল তাদের দমন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ সময়কার নবুওয়তের দাবীদারদের মধ্যে যারা বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে এই ভন্ডের দল উল্লেখযোগ্য –

১। আলী মুহাম্মাদ আলী মীর্যা (শিয়া, ইরান)

২। হুসাইন আলী মাযন্দারানী আল-বাহা (বাগদাদ, ইরাক্)

৩। গোলাম আহমাদ ইবন মীর্যা গোলাম ক্বাদিয়ানী (ক্বাদিয়ান, পাঞ্জাব, ভারত)

শেষের জন মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী ১৮৩৬ বা ১৮৩৭ অথবা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নগরীতে তার জন্ম হয়। নিজেকে সে আহলে বাইত তথা কুরাইশ বংশীয় বলে দাবী করতে দ্বিধা করেনি। আবার সে নিজেই তার বংশধারা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছে। একবার বলেছে যে সে পারস্য বংশোদ্ভূত। আবার কখনো কখনো বলত যে, সে মঙ্গোলীয় বা মোঘল।

পাঞ্জাবের তৎকালীন মহারাজা রনজিত সিং - এর সময়ে মীর্যা পরিবারের প্রতি মহারাজার দৃষ্টি সুপ্রসন্ন হয়। ফলে তারা এলাকায় মহারাজার একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইংরেজরা এদেশ দখল করলে মীর্যা পরিবার তাদের কৃপা লাভের প্রচেষ্টা চালায়। মীর্যা গোলাম আহমাদ নিজেই ইংরেজ প্রশাসনকে বিভিন্ন পত্রাদি দিয়ে এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়ে কৃপা লাভের প্রচেষ্টা চালায়। যখন মীর্যার বয়স ২৫ বছর হয় তখন সে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অধীনে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করে। ১৮৫৫ বা ১৮৫৩ সালে মীর্যা গোলাম আহমাদ প্রথম বিয়ে করে। ১৮৭৯ সালে মীর্যা গোলাম প্রথম দাবী করতে শুরু করে যে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সংস্কারক ও সংশোধনকারী রাসূল।[৬]

এছাড়াও ডঃ ইয়োর্ক, রশিদ খলিফা, নস্ট্রাডমাসের মত মিথ্যুক ভন্ডের দল বড় দাজ্জালের আগমনের মাঠ প্রস্তুত করে দিয়েছে। এর মধ্যে নস্ট্রাডমাস সে ১৫০৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করে। পেশায় একজন ফ্রেঞ্চ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ডাক্তার ছিল। পরবর্তীতে নিজেঁকে নবী দাবী করেছিল। সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ২০১২ সালে ২১শে ডিসেম্বর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।[৭] আফসোসের বিষয় অমুসলিমদের পাশাপাশি অনেক মুসলিম তার এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করেছিল। মুসলিমরা বিভিন্ন ফোরাম গঠন করেছিল, ইমেইল ও মেসেজ পাঠিয়ে একে অন্যকে সতর্ক করেছিল। এই খবর টিভি, ইন্টারনেট, মিডিয়া, পেপার পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি ২০শে ডিসেম্বর রাতে অনেকে মুসলিম প্রস্তুতি নিয়েছিল দুনিয়া ধ্বংস নিজ চোখে দেখার জন্য।

অথচ একজন মুসলিমের বিশ্বাস হওয়া উচিৎ, ক্বিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। ক্বিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। এ বিষয়টি ইলমুল গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - ও ক্বিয়ামত কবে হবে তা জানতেন না। লোকেরা নবীজি (সাঃ) - কে ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করত। তিনি তাদেরকে সংবাদ দিতেন যে, ক্বিয়ামতের বিষয়টি একটি গায়েবী বিষয়। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে অবগত নয়।

> এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন,
>
> يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ
>
> 'লোকেরা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, এর জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই।[৮]

যেখানে ক্বিয়ামতের জ্ঞান কোন নবী রাসূলগণ (আঃ) - এর কাছেই ছিল না, সেখানে নস্ট্রাডমাসের মত মিথ্যুক ভন্ডনবী কিভাবে সেই জ্ঞান রাখে? আফসোস! আমাদের মত মুসলিমদের জন্য। আমরাও তার কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। এই হল আমাদের ঈমানের হালত!

> রাসূল (সাঃ) এক হাদীসে ইরশাদ করেন,
> **"শেষ যুগে মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের এমন কথা বলবে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষের কেউ শোনেনি। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো এবং তাদের ব্যাপারে নিজেদেরকে সতর্ক রেখো। তারা যেন তোমাদেরকে বিপথগামী না করতে পারে এবং বিভ্রান্তিতে না ফেলতে পারে।"**(৯)

মূলত: এই সমস্ত ছোট দাজ্জাল নব্যুয়তের দাবীদারদের উত্থানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছিল তা হল মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ইসলাম ও কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। ফলে এইসব দাবীদাররা সহজে তাদের মতামত ঐ সম্প্রদায়ের উপর খাটাতে সক্ষম হয়েছিল। আবার একথাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না যে, নব্যুয়তের এইসব দাবীদাররা মুসলিম উম্মাহর খারাপ অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল সবচেয়ে বেশী।

ঠিক একইভাবে বড় দাজ্জাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। দাজ্জাল আরো বড় বড় ফিতনার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান হারা করবে। ছোট দাজ্জালেরা ইতিমধ্যে তার ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে। ঈমান চুরির খেলায় ছোট খেলোয়াড়েরা চূড়ান্ত খেলার আসর জমিয়ে তুলেছে।
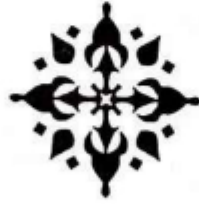
তথ্যসূত্র:

১। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব।
২। মুসনাদে আহমদ; হাদীস ২৩৪০৬।
৩। আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। আলবানী সহীহ বলেছেন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ৫৪০৬
৪। ফাতহুল বারী, শরহে সহীহ বুখারীঃ খন্ড ১২ পৃষ্ঠা ৩৪৩।
৫। False Prophet: ভন্ডনবীর উত্থান, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল।
https://pytheya.blogspot.com/2012/03/blog-post_2127.html
৬। নবুওয়াতের দাবীদারদের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক পরিণতি, পৃষ্ঠা -১১-১২।
৭। Did Nostradamus Predict the World's End in 2012?
https://www.liveabout.com/did-nostradamus-predict-worlds-end-2012-2594688
৮। সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৬৩
৯। সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৬

শেষ কথা

দাজ্জাল আসবে। নির্ঘাত আসবে। খুব শীঘ্রই সে তার আসল রূপে আগমন করবে। দাজ্জাল আসার ভিত্তি ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গিয়েছে। ছোট দাজ্জালরা ইতিমধ্যে মানুষের ঈমান হরণ করে চলেছে। প্রায়ই বিভিন্ন মুসলিম দেশে নতুন নতুন 'ওলী বাবা' প্রকাশিত হচ্ছে। কারামতের গল্প শুনে লক্ষ লক্ষ মুসলিম এদেরকে 'অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওলী' বলে বিশ্বাস করছে। সিজদাহ, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ইত্যাদি ইবাদতে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করছে। এ সকল 'ক্ষুদ্র দাজ্জালের' ভক্তগণ বিশ্বাস করে যে, ঝড়-বৃষ্টি, ধন-সম্পদ, জীবন-মৃত্যু সবই তাদের বাবা বা গুরুর ইচ্ছাধীন। এ সকল 'ক্ষুদ্র দাজ্জাল' মহা দাজ্জালকে গ্রহণ করার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে।

আমাদের ঈমান আমাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে না। আমাদের আমলের অবস্থাও তথৈবচই। ঈমান বাড়বে কিভাবে? ফজর ওয়াক্তে মাসজিদ ফাঁকা। যুহর ওয়াক্তে মাসজিদ ফাঁকা। আসর, মাগরিব, ইশা সকল ওয়াক্তে মাসজিদ ফাঁকা। তাঁকের উপর কুরআন তুলে রাখা, সাড়া গায়ে তার ধুলামাখা। এই ঈমান দিয়ে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচাবো কিভাবে? নিত্যদিন আমাদের সামনে ছোট ছোট ফিতনা ধেয়ে আসে। অমুক বাবা, তমুক পীরবাবা, অমুক নবী, অমুক ঈমাম মাহদী, তমুক জামানার ঈমাম – আমাদের ঈমান এই সমস্ত ছোট দাজ্জাল থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। আমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচব কিভাবে?

আমরা যারা ছোট দাজ্জালদেরকে 'কারামতের গল্প' শুনেই মেনে নিচ্ছি, স্বভাবতই 'কানা দাজ্জাল'-এর মহা 'কারামত' দেখে তাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিব। এমনকি যারা ছোট দাজ্জালদের বিশ্বাস করছি না, তারাও কানা দাজ্জালের মহা 'কারামত' দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যাব। বড় দাজ্জালের টোপ তো আরো ভয়ঙ্কর, আরো মারাত্মক। তার ভেল্কি, তার কারামত তো আরও বড়। একজন মুমিনকে মুরতাদ বানানো তার কাছে একদম সোজা। তার আকর্ষণীয়তা, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সম্পদ, অলৌকিক ক্ষমতায় মানুষ টালমাটাল হয়ে যাবে। উম্মাহর ঈমানের খুঁটি সেদিন নড়বড়ে হয়ে যাবে।

শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের গভীর ঈমান এবং মহান আল্লাহর তাওফীক ও রহমতই মুমিনকে এ ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। মহান আল্লাহ বান্দাদের পরীক্ষার জন্য দাজ্জালকে কিছু ক্ষমতা প্রদানের সাথে সাথে তার অক্ষমতা প্রকাশিত রাখবেন। সে নিজের নষ্ট চক্ষুটি ভাল করতে সক্ষম হবে না। যেন সচেতন মুমিন বুঝতে পারে যে, সে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সৃষ্টি মাত্র।

আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত ।

মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষুদে দাজ্জাল ও বড় দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাজত করুন।

- আমীন।

ওয়া আখির দাওয়ানা আনীল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

"মানুষ যখন দাজ্জাল সম্পর্কে ভুলে যাবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। দাজ্জাল ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনা বন্ধ করে দিবে, এমনকি ঈমামগণ মিম্বারে তার আলোচনা পরিত্যাগ করবে।"

—ঈমাম আহমদ (রহঃ) -এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রহঃ)